কিশোর ক্লাসিক

জোসেফ কনরাড-এর

লর্ড জিম

রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু



প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

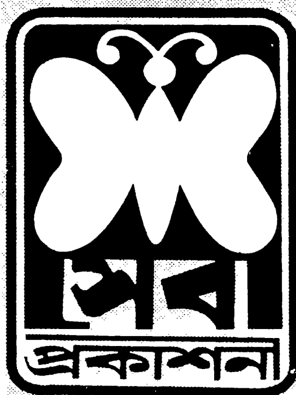
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩



ছাপ্পান্ন টাকা

LORD JIM
By: Joseph Conrad
Trans. By: Anish Das Apu

লর্ড জিম/জোসেফ কনরাড ১৯০-২৪০



সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

মারিয়ো পুজো
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম
গডফাদার-১,২ (একত্রে) ৫০/-
গডফাদার-৩,৪ (একত্রে) ৫৫/-

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
শী ৩৮/-
রিটার্ন অভ শী ৪১/-
মর্নিং স্টার ৪৯/-
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
নেশা ৩৮/-
এরিক ব্রাইটিজ ৪৭/-
অ্যালান কোয়াটারমেইন ৩৬/-
রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন
চাইল্ড অভ স্টর্ম ৪৩/-
এলিসা ৪৬/-
অ্যালান অ্যান্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার ৮৫/-
রূপান্তর : সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা ৫০/-
জেস ৪৭/-
বেনিটা ৫৫/-
রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
মন্টেজুমার মেয়ে ৭০/-

রাফায়েল সাবাতিনি
রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
ব্ল্যাক সোয়ান ৩৬/-
লাভ অ্যাট আর্মস ৩৮/-
রূপসী বন্দিনী ৬২/-

পল ওয়েলম্যান
রূপান্তর : তাহের শামসুদ্দীন
দি আয়রণ মিস্ট্রেস-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-

এরিক মারিয়া রেমার্ক
রূপান্তর : মাসুদ মাহমুদ
থ্রী কমরেডস (১,২ একত্রে) ৫২/-
রূপান্তর : জাহিদ হাসান
অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ৫০/-

মেরি শেলী
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ৩০/-

চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড ৩৬/-

জুল ভার্ন
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-১
(আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ+নাইজারের বাঁকে+মরুশহর) ৪৫/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-২
(রহস্যের দ্বীপ+বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ+কার্পেথিয়ান দুর্গ) ৪৩/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব ও খসরু চৌধুরী
জুল ভার্ন ভলিউম-৩
(পাতাল অভিযান+মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড+বেগমের রত্নভাণ্ডার) ৩৭/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৪
(সাগরতলে+মাইকেল স্ট্রগফ+গুপ্তরহস্য) ৪[illegible]/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৫
(নোঙর ছেঁড়া+ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস+চাঁদে অভিযান) ৩৯/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৬
(প্রপেলার আইল্যান্ড+কানপুরের বিভীষিকা+ব্ল্যাক ডায়মন্ড) ৩৭/-

রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব ও আসজাদুল কিবরিয়া
জুল ভার্ন ভলিউম-৭
(লাইট হাউজ+স্কুল ফর রবিনসন্স+ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউডস) ৪১/-
রূপান্তর : সায়েম সোলায়মান
কুমেরু রহস্য ৩৭/-
ডি.এইচ. লরেন্স
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন
সান্স অ্যান্ড লাভার্স (সেবা শোভন) ৪৫/-
হেনরি ফিল্ডিং
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন
টম জোন্স (সেবা শোভন) ৪৫/-
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস ৩৫/-
মার্থা মেকেনা
রূপান্তর : জাহিদ হাসান
আমি গুপ্তচর ২৭/-
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
রূপান্তর : আসাদুজ্জামান
বাস্কারভিলের হাউন্ড ৩০/-
হেনরি শ্যারিয়ার
রূপান্তর : রেজোয়ান সিদ্দিকী
প্যাপিলন (তিনখণ্ড একত্রে) ৬৩/-
এডগার ওয়ালেস ও মেরিয়ান সি. কুপার
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু
কিংকং ৩০/-
কেন ফলেট
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম
আততায়ী-১+২ ৬৩/-
আলবেয়ার কামু
রূপান্তর : বাবুল আলম
দ্য প্লেগ ৪০/-
এইচ.জি.ওয়েলস/পিয়েরে বুলে/ হারমান মেলভিল
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
টাইম মেশিন+দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার কওয়াই+মবিডিক ৫৮/-

নেভিল শুট/জন স্টেইনবেক/ টমাস হার্ডি
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন
স্বপ্নের পৃথিবী+দ্য গ্রেপস অভ র‍্যাথ+ জুড দ্য অবসকিওর ৪৩/-
ভিক্টোরিয়া হল্ট/এরিক মারিয়া রেমার্ক/ জেরাল্ড ডুরেল
রূপান্তর : রোকসানা নাজনীন/ মাসুদ মাহমুদ/রকিব হাসান
স্বপ্নসখা+দ্য রোড ব্যাক+মাতাল অরণ্য ৬০/-
জন স্টেইনবেক/জেরাল্ড ডুরেল/ জি.জি. রাশবি
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন/ অনীশ দাস অপু/ ইশতিয়াক হাসান ফারুক
অভ মাইস অ্যান্ড মেন+মানবজন্তু+ জমবির ভয়ঙ্কর ৫২/-
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/স্টুয়ার্ট ক্লোয়েট/এরিক মারিয়া রেমার্ক
রূপান্তর : কাজি মাহবুব হোসেন/ খসরু চৌধুরী/জাহিদ হাসান
হারানো পৃথিবী+অভিশাপ+ স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা ৮২/-
কর্নেল জে.এ. প্যাটারসন/পি. জি. ওডহাউস/হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর : সেলিম আনোয়ার/এ.টিম.এম. শামসুদ্দীন/কাজী মায়মুর হোসেন
সাভোর মানুষখোকো+ক্যারি অন জীভস্+ আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স ৬০/-
এইচ.জি.ওয়েলস/আর্নস্ট হেমিংওয়ে/ কেনেথ এন্ডারসন
রূপান্তর : আসাদুজ্জামান/শেখ আপালা হাকিম/ইশতিয়াক হাসান ফারুক
অদৃশ্য মানব+দ্য ফিথ্ কলাম+ জঙ্গলে অমঙ্গল ৫৫/-
এইচ.জি.ওয়েলস/পি. জি. ওডহাউস
রূপান্তর : দ্বিজেন বর্মণ/ খোন্দকার আলী আশরাফ
মঙ্গল থেকে অমঙ্গল+থ্যাংক ইউ, জীভস্ ৫৭/-

লর্ড জিম

মূলঃ জোসেফ কনরাড
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৫

এক

পাহাড়ের চুড়োয় বসে আছে জিম। পাহাড়টার পা ধুইয়ে দিচ্ছে নীল সাগর। সূর্যের আলোতে ঝিকমিক করছে পানি। জিমের হাতে একটা বই। ওর খুব প্রিয় বইগুলোর একটা। নাবিকদের দুঃসাহসিক, রোমহর্ষক সব অভিযানের গল্প আছে ওতে। কিন্তু বইটা পড়ছে না জিম। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে, একটা জাহাজ চলেছে কোথায় যেন।

উষ্ণ দুপুরের এই একাকিত্ব যেন স্বপ্নের আবেশে বিভোর করে তুলল তরুণ জিমকে। 'আহা, ওই জাহাজে আমি কবে চড়ব!' ভাবছে সে। 'নাবিক হতে কত ইচ্ছে যে জাগে আমার!'

মাত্র ষোলো বছর বয়স জিমের। কিন্তু জানে শিগগিরই তাকে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। বাবা প্রীস্ট। গরীব মানুষ। জিমের ছোট আরও দুই ভাইকে মানুষ করতে তাঁর নাভিশ্বাস উঠছে। বাবার এত কষ্ট সহ্য হয় না জিমের। সংসারের জন্য কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করে সে প্রায়ই। এমন কিছু যাতে বাবার ওপর তাকে আর বোঝা হয়ে থাকতে হবে না, সংসারেরও কিছুটা হিল্লে হবে।

অন্যান্য দিনের মত আজও জিম ভাবছিল ওদের বাড়ির কথা, সংসারের কথা। দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে জাহাজ, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জিম। নাহ্, নাবিক হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। জাহাজই হবে তার বাড়ি, জাহাজই ঘর। পৃথিবী দেখার স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাইলে এর চেয়ে ভাল বিকল্প আর কিছু নেই।

লাফিয়ে উঠল জিম। বইটা হাতে নিয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল। উত্তেজনায় টগবগ করছে ভেতরটা। যেন এখুনি বাড়ি পৌঁছুতে না পারলে মরে যাবে। বাবাকে সব কথা খুলে বলবে সে, জানাবে সাগর ডাকছে তাকে, নাবিক হবে।

দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি পৌঁছুল জিম। বাবাকে দেখল বাগানে। কাজ করছেন। 'বাবা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জিম, 'আমি ঠিক করেছি সাগরে যাব। নাবিক হব। নাবিক হতে না পারলে আমি মরে যাব, বাবা!'

হাসলেন পিতা। সমুদ্রের প্রতি বড় ছেলেটার টান প্রবল, জানেন তিনি। সস্নেহে বললেন, 'ঠিক আছে, জিম। আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি খুব ভাল একটা পেশাকে বেছে নিতে যাচ্ছ। দেখি তোমাকে কোন ট্রেনিং শিপের মার্চেন্ট সার্ভিসে ঢোকানো যায় কিনা।'

'মার্চেন্ট সার্ভিস?' জানতে চাইল জিম। 'সে আবার কি?'

'খাবার দাবার, যন্ত্রপাতিসহ যাত্রী পরিবহন করে যে সব জাহাজ সেগুলোকে জাহাজীরা বলে মার্চেন্ট সার্ভিস। পৃথিবীর সব সমুদ্র বন্দরে এগুলো নোঙর করে।'

আনন্দে নেচে উঠল জিম। হাঁপ ছাড়ল মনে মনে। খুব টেনশনে ছিল সে এতক্ষণ। যদি বাবা তাকে অনুমতি না দেন! রীতিমত দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করল জিম। বিশাল সাগরের বুকে জাহাজের মাস্তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে নাবিকদের নীল পোশাক। ঢেউয়ের তালে দুলছে জাহাজ, সেই সঙ্গে নাচছে জিমের মন...

দুই

বাবা চেষ্টাচরিত্র করে কয়েক দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। খুশিতে বাগ বাগ জিমকে পাঠানো হলো ট্রেনিং শিপে। জাহাজ চালাবার সমস্ত কায়দা কানুন রপ্ত করে ফেলল সে অচিরেই। জাহাজের অফিসার, অন্যান্য নাবিক সহ প্রায় সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল জিম। লম্বা, একহারা জিম বেজায় চটপটে বলে তাকে দায়িত্ব দেয়া হলো মাস্তুলের ওপর দাঁড়িয়ে সাগর 'দেখা'র। জায়গাটায় ছোট্ট একটা কাঠের পাটাতন আছে, একজন দিব্যি দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে স্বচ্ছন্দে চোখ বুলাতে পারে। জাহাজ কিংবা কোন বিপদের পূর্বাভাস দেখলে জিম ওখান থেকে চিৎকার করে সতর্ক করে দেবে ক্যাপ্টেনকে। কাজটি খুব পছন্দ হলো জিমের। ওখানে দাঁড়িয়ে সে নিচের দিকে তাকায়। জাহাজ এখনও বন্দর ত্যাগ করেনি, বাঁধা রয়েছে নোঙরের সাথে। কিন্তু ঘরবাড়ি কিংবা কলকারখানার চিমনির ধোঁয়ার বদলে জিমের স্বপ্নালু চোখ দুটো কল্পনায় শুধু দেখে বিশাল, খোলা সাগর। ঝড় উঠেছে সাগরে, ফুঁসে উঠছে বড় বড় ঢেউ। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ এই সাগরে নিজেকে 'বীর' হিসেবে উপস্থিত হতে দেখে জিম, যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে সেই দুঃসাহসিক চরিত্রগুলোর মত।

'একদিন আমি খুব বীরত্বপূর্ণ কোন কাজ করব,' ভাবে জিম। 'লোকে দেখবে কত সাহসী আমি!' নিজেকে তার সবার থেকে আলাদা মনে হয়। মনে হয় গল্পের সকল বীরদের সমস্ত সাহস সে একাই ধারণ করে আছে।

তারপর একদিন সত্যি ঝড় উঠল সাগরে। সেদিন জিম আর তার বন্ধুরা নিচের ডেকে কাজ করছে, হঠাৎ ওপর থেকে তীব্র একটা চিৎকার ভেসে এল।

'ঝড় আসছে! সাবধান! সবাই ডেকে এসো—জলদি!'

পড়িমরি করে দৌড় দিল সবাই ডেক লক্ষ্য করে। জিমও দৌড়াল ওদের পেছনে। কিন্তু ডেকে আসা মাত্র ওর শরীর যেন জমে গেল, পাথরের মূর্তি হয়ে গেল সে—প্রচণ্ড ভয় ওকে অবশ করে দিয়েছে।

শীতের দিন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতাস বইছে প্রবল বেগে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে অঝোর বর্ষণ। সমুদ্র ফুঁসে উঠেছে, বিশালকায় ঢেউগুলো মোচড়

খাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। বিস্ফারিত চোখে জিম দেখল অসংখ্য জাহাজ তাড়া খাওয়া খরগোশের মত বন্দরের দিকে ফিরছে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। বাতাস যেন বিরাট এক দৈত্য, জাহাজগুলো থরথর করে কাঁপছে দানবটার ভয়াল আক্রমণে।

ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠলেন, 'শিগগির নৌকা নামাও!'

নাবিকদের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, ছুটল তারা নির্দেশ পালন করতে। কিন্তু জিম তার জায়গায় আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকল। নড়তে ভুলে গেছে যেন সে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একভাবে তাকিয়েই আছে ভয়ঙ্কর সাগরের দিকে, যেন সম্মোহন করা হয়েছে ওকে। ওর চোখের সামনে বিরাট একটা ঢেউ একটা নৌকোকে উল্টে ফেলল আরেকটার ওপরে। দেখতে দেখতে ওটাকে গ্রাস করল খলবলে কালো জল। ছিটকে পড়ে গেছে লোকজন খোলা সমুদ্রে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে সাঁতার কাটতে। কিন্তু ঢেউগুলো এত প্রকাণ্ড আর ঘনঘন যে ওরা ভেসে থাকতেই পারছে না, সাঁতার দূরে থাক। সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে অসহায় লোকগুলো।

'ওই তো, ওরা ওখানে!' ক্যাপ্টেন হাত তুলে দেখালেন।

'নৌকা নামাও! নৌকা নামাও!'

প্রবল তুফান উল্টে ফেলতে চাইল লাইফ বোটটাকে, কিন্তু একদল অসম সাহসী নাবিক অপূর্ব দক্ষতায় বৈঠা মেরে এগিয়ে চলল সাগর দানবের হাত থেকে ডুবন্ত লোকগুলোকে রক্ষার জন্য।

নড়ে উঠল জিম, দৌড়ে চলে এল জাহাজের একপাশে, ঝুঁকল। উঁচু ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে খুদে বোটটার ওপর, হিংস্র এক খেলায় মেতে উঠেছে যেন, ডুবিয়ে মারার তাল করছে ওদেরকে। অস্পষ্ট একটা গলা শুনতে পেল জিম, 'চালিয়ে যাও ছেলেরা! কাউকে বাঁচাতে চাইলে হাল ছেড়ো না। ঈশ্বরের কসম, চালিয়ে যাও!'

কে যেন হাত রাখল কাঁধের ওপর। ঝট করে পেছন ফিরল জিম। ক্যাপ্টেন। 'অনেক দেরি করে ফেলেছ তুমি ছোকরা,' বললেন তিনি।

লজ্জা পেল জিম। রাঙা হয়ে উঠল মুখ।

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'তাতে কিছু যায় আসে না। চেষ্টা করবে সামনে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে যেন সবার আগে এগিয়ে যেতে পারো।'

তিন

নিরাপদে ফিরল সবাই জাহাজে। সাগর থেকে দু'জন লোককে উদ্ধার করতে পেরেছে জাহাজীরা। হৈ হৈ করে উঠল সবাই, আনন্দে একে অন্যের পিঠ চাপড়ে দিল, বাহবা দিল উদ্ধারকারীদের। বড় বড় বাদামী চোখের মেয়েলী চেহারার একটা ছেলে সোৎসাহে বর্ণনা দিতে শুরু করল তাদের দুঃসাহসিক অভিযানের।

'দেখলাম,' বলছে সে, 'লোকটার মাথাটা শুধু ভেসে আছে পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে ছুঁড়ে দিলাম বোট হুক। হুকটা আটকে গেল লোকটার প্যান্টের সঙ্গে। টানের চোটে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলাম নৌকো থেকে। কে যেন আমার পা ধরে থাকল, আমি লোকটাকে টেনে তুললাম। পানিতে তখন অর্ধেক ভরে গেছে আমাদের নৌকো। প্রায় ডুবে মরার মত অবস্থা।'

বোট হুকটাকেও সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল সবাইকে। গর্বে জ্বলজ্বল করছে চোখ। আর জিম মনে মনে রেগে উঠল। নিজেকে ধিক্কার দিল। বাহাদুরি দেখাবার এমন সুযোগ লাখে একবার মেলে। আর সে কিনা সেই প্রথম সুযোগটাই হারাল। প্রমাণ করতে পারল না আসলে সে কত সাহসী।

'ঠিক আছে,' নিজেকে শুনিয়ে বলল জিম। 'আমি হলে নিশ্চয়ই এই ছেলেগুলোর মত আচরণ করতাম না। যাইনি একদিক থেকে ভালই হয়েছে। এই বোকাগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে যা শিখেছি তাতে ওদের চেয়ে ভবিষ্যতে আমি অনেক ভাল কাজ দেখাতে পারব।' ও মোটেও কাপুরুষ নয় ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা পেল জিম।

চার

দেখতে দেখতে ট্রেনিং শিপে দুই বছর কোত্থেকে কেটে গেল টেরই পেল না জিম। রোমহর্ষক অভিযানের জন্য নিজেকে এতদিনে উপযুক্ত মনে হলো ওর। ভেসে পড়ল সে সমুদ্রে।

অনেক সাগরে পাড়ি জমাল জিম, বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো। পরিশ্রম করার অভ্যাস ওর ছোটবেলা থেকেই। সাগর-জীবনের কঠোর দিকটাকে এই প্রথম সে উপলব্ধি করল অন্তরে অন্তরে। কিন্তু কোন কাজকেই কঠিন মনে করে না জিম। কাজের প্রতি ওর একনিষ্ঠতা, দক্ষতা মুগ্ধ করল সবাইকে। জাহাজীদের বন্ধুত্ব পেতে সময় লাগল না জিমের। কিন্তু তারপরও জীবন যেন ক্রমশ নীরস আর একঘেয়ে হয়ে উঠল। হতাশা গ্রাস করল ওকে। মাঝে মাঝে মন চায় সবকিছু ছেড়েছুড়ে বাড়ি চলে যেতে। কিন্তু ভেতর থেকে কি যেন একটা নিরন্তর খোঁচায় ওকে, সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য করে। জাহাজ ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া হয় না ওর।

'হয়তো সাগরই আমাকে এত টানে,' ভাবে জিম।

'বাড়ি ফিরে গেলে এই বিপুল জলরাশিকে আবার হারাব আমি। তাই হয়তো মন সায় দিচ্ছে না এখান থেকে চলে যেতে।'

এরকম আগডুম বাগডুম ভেবে দিন যায় জিমের। চমৎকার এক জাহাজে ওর বেশ ভাল একটা কাজ জুটে গেল একদিন। চীফমেট। ক্যাপ্টেন ওকে ডেকে বললেন, 'চীফমেট হিসেবে তোমার বয়সটা একটু কমই। কিন্তু তাতে পরোয়া নেই। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। জানি কাজের ব্যাপারে তুমি নিবেদিত

প্রাণ। যদিও ঝড়-ঝঞ্ঝার সময়ে তোমার কাজের দক্ষতা দেখার সুযোগ আমার হয়নি তবুও তোমার সাহস সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। সাহস প্রমাণ করার সুযোগ আমি তোমাকে দেব। আশা করি তুমি আমাকে হতাশ করবে না।'

দিন কয়েক পর ঝড় উঠল সাগরে। উথাল পাথাল ঝড়। থামার কোন লক্ষণ নেই। যত দিন যায়, সাগর তত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। জাহাজের প্রতিটি লোকের ঘুম হারাম হয়ে গেল। সারা দিনরাত ডেকে থাকল সবাই। বুনো সাগরের করাল গ্রাস থেকে জাহাজটাকে বাঁচাবার চেষ্টায় খেটে ভূত হয়ে গেল প্রত্যেকে।

একদিন ঝড় এত প্রবল হয়ে উঠল যে জাহাজ ডুবে যায় আর কি। বাতাস দানব প্রচণ্ড এক ঝাপটায় মাস্তুলের একটা অংশ মট করে ভেঙে ফেলল। চোখে অন্ধকার দেখল জিম, তীব্র যন্ত্রণায় মুখ হাঁ হয়ে গেল, মাস্তুলের ভাঙা অংশটা ওর পায়ে আছড়ে পড়েছে। নাবিকরা তাড়াতাড়ি ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল, কেবিনে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়।

'তোমার পা-টা গেছে,' কে যেন কথা বলে উঠল, 'তবু ভাগ্য ভাল জানে বেঁচে গেছ। এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো।'

আর ঘুম! পায়ের ব্যথায় জিমের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই দুর্ঘটনার কারণে ও বেশ খুশিও। কারণ ভাঙা ঠ্যাং নিয়ে এমন বিশ্রী আবহাওয়ায় তাকে আর ডেকে যেতে হবে না।

জাহাজ আর জাহাজীদের পুতুলের মত আরও খানিকক্ষণ নাচিয়ে শান্ত হলো সমুদ্র। থেমে গেল ঝড়। হাঁপ ছাড়ল সবাই। ক্যাপ্টেন এলেন জিমকে দেখতে।

'ওহ্, একটা ধকল গেল বটে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ভাগ্যিস জাহাজটা ডোবেনি।' নিচু হলেন তিনি। জিমের পা পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'আমরা পোর্টে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তুমি বিশ্রাম নাও। কারণ তোমার পায়ের অবস্থা আমার খুব একটা ভাল ঠেকছে না।'

পাঁচ

এশিয়ার এক বন্দরে নোঙর ফেলল জাহাজ। জিমকে ভর্তি করা হলো হাসপাতালে। ভাঙা পা ঠিক হতে অনেক সময় লাগল। অতদিন অপেক্ষা করতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। জিমকে ছাড়াই রওয়ানা দিল তাঁর জাহাজ।

হাসপাতালে, জিমের ঘরে আরও দু'জন রোগী। একজনের জিমের মতই ভাঙা পা, যুদ্ধ জাহাজের অফিসার তিনি। ওপরের ডেক থেকে নিচে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন ভদ্রলোক।

বাকিজনের রোগ যে কি ডাক্তাররা ধরতেই পারছেন না, আরোগ্য করা দূরে থাক। জিম শুনেছে প্রাচ্যের কোন এক দেশ থেকে ইনি এই দুরারোগ্য ব্যাধিটি বাধিয়ে এনেছেন।

তিনজনে মিলে লম্বা, অলস দিনগুলো মন্দ কাটছে না। যারযার সুখ দুঃখের

কথা বলছে সবাই, কখনও ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তাস নিয়ে, কোন কোন দিন কেটে যাচ্ছে স্রেফ নীরবতার মধ্যে।

হাসপাতালটা একটা পাহাড়ের ওপর। চমৎকার উষ্ণ বাতাস হু হু করে ঢোকে জানালা দিয়ে, শরীর জুড়িয়ে দেয়। যেন শান্তিময় একটা স্বপ্নের জীবন কাটছে জিমের।

আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটার শক্তি ফিরে পেল জিম। সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই ভেবে বেরিয়ে পড়ল সে বাইরে। উদ্দেশ্য–বাড়ি ফেরার জন্য যদি কোন সমুদ্রগামী জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়।

পথে এক নাবিকের সঙ্গে পরিচয় হলো জিমের। এই লোকও সমুদ্রগামী জাহাজের সন্ধানে বেরিয়েছে।

'বাড়ি যেতে চাইছ কেন?' সব শুনে বলল লোকটা। 'এই ঠাণ্ডা ঝড়ো সাগরে শক্ত কাজ করে জীবনটাকে বরবাদ করার কোন মানে হয়? এখানে কাজ করার কত সুযোগ তোমার রয়েছে। পুবেই থেকে যাও। দেখবে জীবন কত সহজ হয়ে উঠেছে।'

'ঠিক,' সায় দিল পাশে দাঁড়ানো আরেক নাবিক। এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল সে ওদের কথা। 'এটাই জীবন। এখানকার জাহাজগুলোর বেশিরভাগ মালিক চীনা আর আরবরা। তোমাকে যদি ওদের পছন্দ না হয়, খামোকা কোন কারণ না দেখিয়েই চাকরিচ্যুত করতে পারে। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধে নেই। তুমি খুব সহজে অন্য কোন জাহাজে কাজ খুঁজে নিতে পারবে। সহজ জীবন! সহজ টাকা!'

জিমকে নাড়া দিল কথাগুলো। বিষয়টাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করল সে। 'সহজ জীবন, সহজ টাকা' শব্দগুলো বার বার আলোড়িত হলো মনে। কেন নয়? অল্প ঝুঁকির কাজই তো আসলে তার পছন্দ। বাড়ি যাওয়ার চিন্তাটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল সে মন থেকে। পাটনা নামের জাহাজ থেকে তার জন্য একটা লোভনীয় প্রস্তাব এল। ফার্স্টমেটের চাকরি। প্রথম সুযোগেই প্রস্তাবটা গ্রহণ করল জিম।

পাটনা জাহাজটা আদ্যিকালের, লক্কড়মার্কা, যেন ঝাঁকুনি দিলেই খুলে পড়বে নাটবল্টু। শরীরের বেশিরভাগ জায়গার চল্টা উঠে গেছে, জং ধরা, কখনও যে এটার গায়ে রঙের প্রলেপ পড়েছিল দেখে বোঝার উপায় নেই। জিমের এক বন্ধু জানাল জাহাজটার আসল মালিক এক চীনা ব্যবসায়ী। এক আরবকে ভাড়া দিয়েছে সে তার কি এক বিশেষ কাজে।

পাটনার ক্যাপ্টেন জাতিতে জার্মান। বেশিরভাগ দিন তার কেটেছে অস্ট্রেলিয়ায়। হোঁৎকা, মোটা লোকটা ভয়ানক বদরাগী। নাবিকদের তো নয়ই, যাত্রীদের পর্যন্ত সে পাঁচ পয়সার দাম দেয় না।

পরিচয়ের প্রথম দিনেই ঘোঁত ঘোঁত করে সে জিমকে বলল, 'আমরা আটশো তীর্থযাত্রী নিয়ে যাচ্ছি, সবাই মক্কা যাচ্ছে হজ করতে। ওই দ্যাখো আসছে ওরা– যেন শুয়োরের পাল।'

জিম তাকাল তার ক্যাপ্টেনের দিকে। লোকটার কথাবার্তা মোটেও পছন্দ হয়নি তার। লাল দেড়ে মোটকুর নীলচে নাকে ঘুসি মারার ইচ্ছেটাকে বহু কষ্টে

দমন করল সে।

পিলপিল করে লোকজন আসছে। দেখতে দেখতে ভরে গেল জাহাজ। ওদের নেতা, সাদা পোশাক পরা আরব লোকটা এল সবার শেষে। আস্তে আস্তে হাঁটছে সে। সুদর্শন মুখটা গম্ভীর।

সবাই জাহাজে উঠলে আর দেরি করল না ক্যাপ্টেন। নোঙর তোলার আদেশ দিল। যাত্রা শুরু করল পাটনা লোহিত সাগর অভিমুখে।

দিনগুলো কাটতে লাগল গতানুগতিকতায়। প্রতিদিন সকালে জাহাজের পেছনে সূর্য ওঠে, আলোর রোশনাই ছড়িয়ে নীরবে তার আগমন ঘোষণা করে। মাঝ দুপুরে পাটনার মাথার ওপর চাঁদি ফাটানো রশ্মি বিকিরণ করে, ঠিক সন্ধ্যার সময় জাহাজের সামনে, সমুদ্রের বুকে টুপ করে ডুব দেয় সে রক্তাক্ত আবিরে সবাইকে রাঙিয়ে। কম্পাসের নির্দেশে জাহাজ সারাদিন পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে।

সাগরে কোন উত্তেজনা নেই। কাঁচের মত সমান পানি। দিনের বাতাস গরম এবং ভারী; শীতল বায়ুর নাম গন্ধও নেই। রাতের বাতাস বয়ে আনে ঠাণ্ডা হাওয়া। স্বর্গের শান্তি বইয়ে দেয়, নাবিক এবং যাত্রীদের দেহে।

জাহাজে পাঁচজন ইউরোপীয়ান। এরা সবসময় অন্য ক্রুদের কাছ থেকে আলাদা থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে জার্মান ক্যাপ্টেন, জিম, ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং জর্জ নামের এক লোক যার দায়িত্ব নিচের ডেকে এঞ্জিনের কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য করা।

একদিন রাতে জিম দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের ব্রিজে, কর্তব্য পালন করতে। সেই পুরানো স্বপ্ন আবার জেগে জেগে দেখতে শুরু করেছে সে। ভাবছে একা একা সে কত বাহাদুরের মত কাজ করবে। একদিন কত বড় বীর বনে যাবে ভাবতেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল জিমের।

নির্জন রাত। জিমের পায়ের নিচে, ডেকে সব শুনশান। তীর্থ যাত্রীরা ঘুমাচ্ছে সব সার বেঁধে। কেউ মাদুর পেতে শুয়েছে, কেউ খালি ডেকে। ডেকের চারধারে, অন্ধকার কোণগুলোতেও ঘুমে অচেতন মানুষ। কম্বল গায়ে আছে কারও কারও, বাক্স প্যাটরার ওপর হাত। কেউ হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ। পুরুষ, মহিলা, শিশু, জোয়ান, মর্দ, বৃদ্ধ সবাই এখন এক। ঘুমাচ্ছে কি নিবিড় শান্তিতে।

জাহাজের হুইল ধরে আছে দু'জন ক্রু। দু'জন দু'পাশে। কারও মুখে কোন কথা নেই। যেন দুটো পাথরের মূর্তি। এভাবে বয়ে যেতে লাগল সময়। শান্ত সাগরে মৃদু শব্দ তুলে চলছে পাটনা, পেছনে রেখে যাচ্ছে সফেদ জলরেখা।

ছয়

মাঝরাত। ক্যাপ্টেন উঠে এল ব্রিজে। তার মুখটা লাল, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ। কম্পাসের ওপর ঝুঁকল সে, অলস ভঙ্গিতে গাল চুলকাল।

ক্যাপ্টেনকে দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল জিমের। রোমশ ভালুকটা এখানে কি করতে এসেছে? রাতের এই স্বপ্নিল আমেজটাকেই নষ্ট করে দেবে ব্যাটা।

সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ারকে নিচ থেকে উঠে আসতে দেখল জিম। 'নিচে বড্ড গরম,' ঘামে ভিজে গেছে ইঞ্জিনিয়ারের মুখ, 'টেকা যাচ্ছে না।'

হাসল জিম। কোন কথা বলল না।

'এখানে এসে ভালই করেছ তুমি,' বলল সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার।

'চুপ!' গরগর করে উঠল ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ। চুপ তো থাকবই। আর কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সমস্ত দায় তখন আমাদের ওপর চাপানো হবে।'

জিম বিস্মিত চোখে তাকাল সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের দিকে। এই লোক নিশ্চয় দুই এক ঢোক মদ গিলে এসেছে, নইলে ক্যাপ্টেনের মুখে মুখে এভাবে জবাব দেয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না।

'তুমি মদ খেয়েছ। কে তোমাকে মদ দিয়েছে?' বলল ক্যাপ্টেন।

'অবশ্যই আপনি নন, ক্যাপ্টেন। কারণ অতটা বন্ধুবৎসল আপনি নন। কেউ মরে গেলেও আপনি তাঁকে এক ফোঁটা মদ দেবেন না। আর হ্যাঁ, মদ আমি খেয়েছি। তো কি হয়েছে?'

লাল মুখটা রাগে থমথমে হয়ে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, 'তোমাকে কে মদ দিয়েছে ভেবেছ আমি জানি না, না? তোমার বন্ধু ওই ইঞ্জিনিয়ারটাই নিশ্চয়ই এই কাজ করেছে।'

জিম পালাক্রমে দু'জনকে দেখছে। ও যে এখানে উপস্থিত আছে তা যেন ওরা খেয়ালই করছে না।

'মদ খেয়েছি বলে তো আর মাতাল হইনি,' বলল ইঞ্জিনিয়ার। 'না, না, ক্যাপ্টেন আমি সত্যি মাতাল নই। যদি মাতাল হতাম তাহলে এতক্ষণে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আত্মাহুতি দিতাম। খোলা ডেকে হাওয়া খাওয়ার অধিকার শুধু কি আপনার একার? আর আমি নিচে, নরকের আগুনে পুড়ে কাবাব হব, না? না, না তা হতে পারে না। আপনি যতই চোখ রাঙান আমি কোন কিছুতেই এখন ভয় পাই না।'

ক্যাপ্টেন শূন্যে ঘুষি তুলে ভয় দেখাতে চাইল সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ারকে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার পাত্তাই দিল না তাকে। একভাবে সে বকবক করেই চলল, 'ভয় কি আমি জানি না। এই রদ্দিমার্কা পচা জাহাজে কোন কাজ করতেই আমার ভয় নেই। যদিও জানি এটা যে কোন সময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি ভয় পাই না।' আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ল সে। হঠাৎ সামনের দিকে হুমড়ি খেল, যেন পেছন থেকে কেউ ধাক্কা মেরেছে। মেঝেতে পড়ে গেল ইঞ্জিনিয়ার। গলা ফাটানো চিৎকার করে উঠল। বেকায়দাভাবে পড়ে মচকে গেছে হাত। একই সময়ে জিম এবং ক্যাপ্টেনও পড়ে যাচ্ছিল ডেকের ওপর, রেইলিং ধরে কোনমতে নিজেদের সামলাল।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সাগরের দিকে।

'কিসের যেন শব্দ শুনলাম? কি হয়েছে?' পরস্পরের দিকে তাকাল দু'জন। ইঞ্জিনিয়ার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু চিৎ হয়ে পড়ে গেল আবার।

'কি হয়েছে?' বিড়বিড় করল সে।

'কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লেগেছে!' চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন।

অনেক দূর থেকে ভেসে এল অস্পষ্ট শব্দটা, যেন বজ্রপাত হচ্ছে। ওরা টের পেল জাহাজটা কিছু একটার ওপর উঠে গেল, পানি থেকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু হলো বিশাল জলযান, তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সবকিছু। পাটনা চলতে শুরু করল আগের মতই।

•

সাত

ক্যাপ্টেন এবং জিম এখনও দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। আতঙ্কে চোখ বড় বড়, নড়তে ভুলে গেছে যেন। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল ক্যাপ্টেন, গলা ফাটাল, 'জিম, জলদি যাও! দেখো কি হলো। সম্ভবত জাহাজের খোল ফুটো হয়ে গেছে। তবে সাবধান কাউকে কিছু বোলো না। খোল ফুটো হয়ে গেছে শুনলে লোকজন ভয়ে আধমরা হয়ে নরক সৃষ্টি করবে।'

'জ্বি , স্যার। এখুনি যাচ্ছি।' রেইলিং-এর সঙ্গে ঝোলানো একটা লণ্ঠন তুলে নিল জিম। পা বাড়াল সামনে।

জাহাজের একেবারে সামনের অংশে চলে এল জিম। দরজা খুলতেই দেখল পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে জায়গাটা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে জিনিসটার সঙ্গে একটু আগে ধাক্কা খেয়েছে পাটনা সেটাই ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেনের ধারণাই ঠিক। ফুটো হয়ে গেছে খোল।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জিম। কতক্ষণ জানে না। ধীরে ধীরে আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শিউরে উঠল।

'ওই লোকগুলো,' ফিসফিস করে বলল সে, 'ঘুমিয়ে আছে সবাই—জানে না কি নরক ভেঙে পড়তে যাচ্ছে তাদের মাথায়। এতগুলো লোককে বাঁচাবার মত লাইফবোটও নেই জাহাজে—কিন্তু ওদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তারপর বোটে তোলা—'

জিমের ইচ্ছে করল প্রচণ্ড চিৎকার করে, যেন সবাই উঠে পড়ে ঘুম থেকে। কিন্তু এমন নির্জীব আর অসহায় মনে হলো নিজেকে যে কিছুই করতে পারল না সে।

সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার এসে দাঁড়াল জিমের পেছনে। একবার চোখ বুলিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল সে। 'ঈশ্বর,' গুঙিয়ে উঠল সে, 'সেই নড়বড়ে জায়গাটাই ভেঙেছে। আমরা তো এখুনি ডুবে মরব।'

জিমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে। চিৎকার করতে করতে ছুটল মই লক্ষ্য করে। তার পিছু নিল ক্যাপ্টেন। ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুসি মেরে ফেলে দিল মেঝেতে। রাগে টকটক করছে মুখ। কিন্তু খুব শান্ত গলায়, বলল, 'যাও, এঞ্জিন বন্ধ করোগে। আবার যদি অমন বিদঘুটে চিৎকার করেছ তো মেরে তোমাকে অজ্ঞান

করে ছাড়ব। ওঠো বলছি! দৌড়াও!' কাতরাতে কাতরাতে উঠল সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। মচকানো হাতটা চেপে ধরে বিকৃত মুখে আবার উঠতে শুরু করল মই বেয়ে।

জিম ইতিমধ্যে চলে এসেছে ব্রিজে। খুঁজছে ক্যাপ্টেনকে। পাটনার ব্রিজ ডেকটা লম্বা, সবগুলো নৌকো সার বাঁধা এক সঙ্গে। একদিকে চারটা, অন্য সারিতে তিনটা।

জিমের কাজ হচ্ছে এগুলোকে সব সময় তৈরি রাখা। আর এই কাজটা সে এতদিন ভালভাবেই করে এসেছে। কিন্তু চরম এই বিপদে ওর মনে হলো রশি কেটে বোটগুলোকে পানিতে ভাসাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক। অতক্ষণ টিকবে না পাটনা। ডুবে যাবে।

ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করল জিম, 'সামনের ফুটো খোল দিয়ে হড়হড়িয়ে পানি ঢুকছে। আমাদের তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত। জাহাজটাকে রক্ষা করার কোন উপায়ই নেই।'

কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাপ্টেন। কথা বলল না। ভাবছে কি যেন।

আবার বলল জিম, 'ক্যাপ্টেন, আমাদের যাত্রী সংখ্যা অনেক। এখনও ঘুমাচ্ছে সবাই। জানে না কি ঘটছে। সবাইকে বাঁচাবার মত যথেষ্ট নৌকাও আমাদের নেই। জাহাজের সামনের আর মূল অংশ দ্রুত ডুবে যাচ্ছে। এখনই কোন ব্যবস্থা না নিলে আমরা সবাই ডুবে মরব।'

নিচে, ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে হাঁটু কাঁপতে শুরু করল জিমের। বন্ধ হয়ে গেছে এঞ্জিন। চারদিক এত অস্বাভাবিক নীরব যে যে কোন সময় যাত্রীরা জেগে উঠতে পারে। 'মড়ার মত ঘুমাচ্ছে সবাই,' ভাবল জিম। 'সম্ভবত ওরা কেউই বাঁচবে না। ওদের বাঁচাবার সাধ্য কারও নেই। আটশো লোক আর মাত্র সাতটা বোট! আটশো লোক আর সাতটা বোট!'

জিম আবার জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে, 'স্যার, যাত্রীদের বাঁচাবার মত সময়ও নেই। এখন আমি কি করব?'

ক্যাপ্টেনের বিশাল নিথর দেহে যেন প্রাণের ছোঁয়া লাগল। নড়ে উঠল সে। দৌড়াল লাইফ বোটের সারির দিকে। রশি খুলতে শুরু করল। জিমের ভেতর এখন ভয়ভীতির কোন বোধ নেই। সে দৌড়ে এল ক্যাপ্টেনের কাছে।

'অঃ তুমি,' বলল ক্যাপ্টেন, 'আমাকে সাহায্য করো। তাড়াতাড়ি।'

'আপনি কি কিছুই করবেন না?' জানতে চাইল জিম।

'হ্যাঁ, করছি তো। নিজের প্রাণ বাঁচাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারো।'

নড়ল না জিম। একটা কথাও বলল না। ক্যাপ্টেনের কথা যেন ওর কানেই ঢোকেনি। জাহাজের অন্য দু'জন ইঞ্জিনিয়ার কোত্থেকে এসে ক্যাপ্টেনকে পানিতে বোট নামানোর কাজে সাহায্য করতে শুরু করল। জিম তাকিয়ে রইল শান্ত, কালো আর ভয়ঙ্কর সাগরের দিকে। অপেক্ষা করছে কখন ওটা তাদের জাহাজটাকে গিলে খাবে।

আট

হুইলের লোক দুটো আগের মতই নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ ডুবছে না ভাসছে এ ব্যাপারে তাদের যেন কোন মাথাব্যথা নেই। তারা তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেন আর ইঞ্জিনিয়ারদের দিকে। গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে ওরা লাইফবোট নামাতে। জিম ভাবল, 'না, এ হতে পারে না। নৌকা নিয়ে ওরা পালিয়ে যাবে আর আমরা সবাই ডুবে মরব?' কিন্তু ওদেরকে বাধা দেয়ার সাহসও হলো না ওর।

একজন ইঞ্জিনিয়ার দৌড়ে এল জিমের কাছে। 'হাত লাগাও! হাত লাগাও! ঈশ্বরের দোহাই আমাদের একটু সাহায্য করো!' জিমের কোট ধরে টানতে শুরু করল সে এবার। 'আসছ না কেন? নিজের জীবনের প্রতি মায়া নেই তোমার? কাপুরুষ কোথাকার। এসো বলছি!'

জিম বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। নিজেকে তার মনে হলো ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত। দোটানায় ভুগছে জিম। শেষ পর্যন্ত নিজের ছুরিটা বের করে এগোল সে লাইফবোটগুলোর দিকে। কাটতে শুরু করল দড়ি।

'গর্দভ!' গাঁক গাঁক করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'বেহুদা সময় নষ্ট করছ কেন? ক'জনকে রক্ষা করবে তুমি? তারচে' এদিকে এসো। আমাদেরটায় হাত লাগাও।'

কিন্তু ক্যাপ্টেনকে আমল দিল না জিম। লোকগুলোর প্রতি প্রবল ঘৃণা জন্মেছে তার মনে। এদের কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে সরা যায় ততই মঙ্গল। অমন কাপুরুষের মত সে পালাতে পারবে না যাত্রীদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে। এত টেনশন সহ্য হলো না জিমের। সে চোখ বুজে থাকল। খানিক পর যখন চোখ খুলল দেখল ওরা রশি থেকে মুক্ত করেছে বোট, নামাতে চেষ্টা করছে পানিতে। জর্জ এই সময় এঞ্জিন রুম থেকে হাজির হলো এখানে, ইঞ্জিনিয়াররা কি করছে দেখতে। হঠাৎ প্রবল বাতাস ধাক্কা দিল জাহাজটাকে, থরথর করে কেঁপে উঠল পাটনা। চোখের পলকে যেন বাতাসের গতি বেড়ে গেল।

'ফেলে দাও! ফেলে দাও! জাহাজ ডুবছে। নৌকাটাকে পানিতে ফেলে দাও!' চেঁচাল ক্যাপ্টেন। দড়িদড়া সুদ্ধ নৌকাটাকে ছেড়ে দিল ওরা, ধপাস করে ওটা আছড়ে পড়ল পানিতে। বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকগুলোর দেহে। দৌড় দিল সবাই নৌকায় ওঠার জন্য। কিন্তু একজন হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল ডেকে। পড়েই থাকল। আর উঠল না।

'লাফ দে ব্যাটা! লাফ দে! ওহ্, শিগগির লাফা! আমরা আর দেরি করতে পারছি না।' কিন্তু ক্যাপ্টেনের চিৎকার লোকটার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। সে অনড় পড়েই থাকল।

এই সময় জিম দিল দৌড়। পরক্ষণে নিজেকে আবিষ্কার করল লাইফবোটে, তার অপছন্দের লোকগুলোর মধ্যে। কাজটা কেন করল ব্যাখ্যা করতে পারবে না

জিম। কিন্তু ওর মনে হলো এ ছাড়া বোধহয় অন্য কিছু করার উপায়ও ছিল না। জাহাজের দিকে তাকাল জিম। হাহাকার করে উঠল মন। জাহাজ–তার জাহাজ– নিজেকে ওর সত্যিকার একটা কাপুরুষ মনে হলো। 'হে ঈশ্বর, আমি কেন মরলাম না!' বুক ভাঙা কান্না এল ওর। কিন্তু জানে এখন আর জাহাজে ফেরার কোন পথ নেই। মনে হলো ও যেন একটা বিশাল কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে, ভীষণ অন্ধকার একটা গর্ত; যেখান থেকে জীবনেও সে বেরতে পারবে না।

নয়

যত দ্রুত পারে বৈঠা মেরে জাহাজ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে লাগল লাইফবোটের লোকগুলো। ঝড় থেমে আসছে, শান্ত হচ্ছে সমুদ্র। জিম পেছন ফিরল। পাটনা এখনও ভাসছে। 'ওরা সবাই এখনও ওটার মধ্যে,' শিউরে উঠল জিম। 'ডুবে মরবে সবাই। ঈশ্বর, আমি আর সইতে পারছি না। ঘটনাটা তাড়াতাড়ি ঘটতে দাও!'

নৌকার আরোহীরা সবাই নিশ্চুপ। সাঁ সাঁ করে নৌকাটা দূরে সরে যাচ্ছে পাটনা থেকে। তারপর কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ডুবেছে ওটা!' সবাই মুখ তুলে তাকাল।

সাগরের বুকে কোন আলো নেই, শুধু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আটশো যাত্রী নিয়ে সলিল সমাধি লাভ করেছে পাটনা।

'আমি ঠিক সময়ে মাথা ঘুরিয়েছিলাম,' বলল ইঞ্জিনিয়ার। 'দেখলাম ডুবে যাচ্ছে পাটনা,' এবার একেকজন মন্তব্য করতে শুরু করল।

'প্রথম থেকেই জানতাম ওটা ডুববে।'

'ভাগ্যিস ঠিক সময়ে লাইফবোটটাকে পানিতে ভাসাতে পেরেছিলাম।'

'হ্যাঁ, ভাগ্যবান বটে আমরা। নইলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

শুধু জিম কোন মন্তব্য করল না। সবাই ঘুরল ওর দিকে।

'তুমি বোটে আসতে চাইছিলে না কেন, জর্জ?'

'নৌকায় উঠতে এত দেরি করেছিলে কেন, গাধা?'

জিম বুঝল ওরা ওকে ওদের বন্ধু জর্জ বলে ভুল করছে এখনও। জর্জ লোকটাই ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর ওঠেনি। উত্তেজনায় এরা এতক্ষণ খেয়ালই করেনি আসলে সে জর্জ নয়, জিম। মুখ তুলল জিম।

'আরে! এ দেখি সেই মেট।'

'কি!' চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'সত্যিই তো!' সবাই কটমট করে তাকিয়ে থাকল জিমের দিকে। জিমের উপস্থিতি যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ এতক্ষণ কিনা ভেবেছে জর্জই তাদের সঙ্গে আছে।

'এখানে মরতে এসেছ কেন তুমি? আমাদের তো বিপদের সময় একটুও সাহায্য করোনি। কিন্তু যেই প্রাণের ওপর টান পড়েছে আর নির্লজ্জের মত লাফিয়ে

পড়েছ আমাদের নৌকায়, না? যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করার আদর্শ এখন কোথায় গেল? তোমার মত একটা কাপুরুষের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।' সবাই মেশিনগানের মত গালি বর্ষণ শুরু করল জিমকে।

'তোমাকে তো আমরা এখানে চাইনি। জর্জের কি করেছ, বলো?'

'তুমি ওকে খুন করেছ—খুন করেছ!' হিসহিস করে উঠল একজন।

'না!' প্রতিবাদ করল জিম। বুঝতে পারছে এই লোকগুলো এখন তার শত্রু। এই বিশাল খোলা সাগরে, ছোট্ট নৌকায় এদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে তার প্রাণ। এরা তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে, কেউ জানবে না।

লোকগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে গেল জিম, বসল নৌকার শেষ প্রান্তে। গলুইতে রাখা এক টুকরো কাঠ তুলে নিল হাতে। 'ওরা যদি খুন করতে আসে, তাহলে অন্তত একজনকে মেরে মরব,' কঠোর সিদ্ধান্ত নিল সে।

সেই রাতে আর ঘুমাল না জিম। শক্ত মুঠোয় কাঠের টুকরোটা চেপে ধরে ঠায় বসে থাকল।

দশ

পরদিন সকাল। শান্ত, সুবোধ ছেলে হয়ে গেছে সমুদ্র। জিম চারদিকে চাইল। শূন্য দিগন্ত। আকাশে মেঘ নেই। অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে আজ খুব গরম পড়বে। সমুদ্রকে কি একা লাগছে, সীমাহীন এই বৃত্তে নিজেদেরকে খুব অসহায় আর ছোট মনে হলো ওর। নৌকার পেছন দিকে ফিরল জিম। 'লাওয়ারিশ কুত্তার মত বসে আছে ওরা,' ভাবল জিম, 'নোংরা চোখে তাকিয়ে আছে। যেন সুযোগ পেলেই কামড়ে দেবে।'

ডাকল ওরা জিমকে, 'এদিকে এসো। আমাদের সঙ্গে বসো। আমরা তোমাকে মারব না।'

'আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়াই বরং তোমার জন্য ভাল,' বলল একজন, 'চলে এসো।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'আমরা এখন একটা প্ল্যান করব জাহাজডুবির ঘটনাটাকে কিভাবে সাজানো যায় তা নিয়ে। আর সবাইকে একই কথা যেহেতু বলতে হবে তাই তোমাকেও আমাদের দরকার। মনে হয় সূর্য ডোবার আগেই আজ কোন জাহাজের দেখা পাব আমরা।'

'আপনার যা বলার বলেন। আমি এখান থেকেই শুনছি। আর আপনারা কি প্ল্যান করবেন সে ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

ভাবনার গভীরে ডুবে গেল জিম। 'ওরা লোককে যা-ই বোঝাক না কেন আমি তো জানি আসলে কি ঘটেছিল। আমরা সবাই কাপুরুষ। আর আমি তো বিচ্ছিরি রকম একটা ভীতু মানুষ—ওদের চেয়ে কোন দিক থেকে ভাল নই।'

'বাদ দেন,' বলল ইঞ্জিনিয়ার। 'ও ওর মত থাকুক। ও আর আমাদের এমন

কি ক্ষতি করবে?'

ওরা তিনজন একটা পাল টাঙাল নৌকায়, সূর্যতাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য।

'ভাল করে বাইরে নজর রাখো,' বলল ওরা জিমকে। সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল পালের আড়ালে। মনে মনে স্বস্তি পেল জিম, লোকগুলোকে চোখের আড়াল হতে দেখে।

ক্যাপ্টেনের ধারণা ঠিক। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার পরপরই একটা জাহাজ দেখতে পেল ওরা। সোজা ওদের দিকে আসছে। চুপচাপ বসে থাকল সবাই নৌকায়। জাহাজটা কাছিয়ে আসতে নামটা স্পষ্ট চোখে পড়ল: অ্যাভনডেল।

অ্যাভনডেল তুলে নিল ওদেরকে। ক্যাপ্টেন ওদের দুর্দশার কথা শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। গল্পের মধ্যে কোন গোঁজামিল ধরা পড়লেও অ্যাভনডেলের নাবিকদের আচরণে সেটা প্রকাশ পেল না। সবাই জানে ডুবন্ত জাহাজ থেকে সবার শেষে নামেন ক্যাপ্টেন; সবাই নৌকায় ওঠার পর তিনি নৌকায় ওঠেন। সুতরাং মাত্র একটা নৌকায় ক্যাপ্টেনসহ তাঁর তিন অফিসারকে আবিষ্কার করার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বৈকি।

দিন দশেক সময় লাগল অ্যাভনডেলের গন্তব্যে পৌঁছুতে। সমুদ্র থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত চার আরোহীকে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন নামিয়ে দিলেন বন্দরে। ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো এক নাবিকের বাড়িতে।

জীবনের চরমতম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল এখানে সবার জন্য। এক পোর্ট অফিসার দেখা করতে এলেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে।

'আপনার জাহাজ,' বললেন তিনি, 'পাটনাকে একটি ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ এডেন বন্দরে টেনে এনেছে।'

'কি!' চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'এ অসম্ভব! আমরা স্পষ্ট ওটাকে ডুবতে দেখেছি।'

'সে এনকুয়ারিতে জানা যাবে,' জানালেন অফিসার, 'এনকুয়ারি শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনাদেরকে এখানেই থাকতে হবে।'

স্রেফ বোবা মেরে গেল পাটনার ক্যাপ্টেন আর ইঞ্জিনিয়ার দু'জন। আকাশ ভেঙে পড়েছে ওদের মাথায়। স্বপ্নেও যা ভাবেনি তা কি করে ঘটে। ওরা কেউ কারও সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বলার মত অবস্থাও ছিল না। ফরাসী যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে সেই রিপোর্ট। এখন গোপন বলে কিছু নেই।

জিম কিন্তু খুব খুশি। পাটনা এবং তার হতভাগ্য যাত্রীদের ওভাবে ছেড়ে আসার পর থেকে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছে, কল্পনায় দেখেছে অসহায় যাত্রীরা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছে। একটা রাতও সে ঘুমাতে পারেনি। পাগল হতে বাকি ছিল শুধু। আর এখন সে সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। তার ভেতরে আর কোন অপরাধবোধ নেই। পাটনার যাত্রীরা কেউ মরেনি জেনে অদ্ভুত আনন্দে ভরে গেছে মন।

'আহ্, কি যে ভাল লাগছে আমার!' ভাবছে জিম। 'আমার যতবড় শাস্তিই হোক না কেন এই মুহূর্তে সকল বেদনা থেকে আমি মুক্ত। লোকগুলো কেউ মরেনি, ভাল আছে সবাই, এরচেয়ে সুখের খবর আর কি হতে পারে? পরক্ষণে একটা কথা ভেবে অনুশোচনা হলো ওর। 'ইস্‌সিরে, কি সুযোগটাই না হারালাম। কেন যে মরতে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। জীবনটাকেই বরবাদ করে দিলাম। সামনে আমার জন্য অশুভ আর অমঙ্গলের ছায়া ছাড়া আর কিছু নেই। এই পোড়া মুখ কি করে আমি অন্যদের দেখাব? মরণ হয় না কেন আমার-কেন মরণ হয় না!'

এগারো

পাটনার ক্যাপ্টেন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সাদা দেয়ালের দিকে। এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে তার জীবনে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সে। তারপর কি মনে পড়তে লাফিয়ে উঠল। পোর্ট অফিসে যেতে হবে তাকে, রিপোর্ট করতে হবে পাটনার ঘটনার ওপরে। জেটির দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন এলিয়ট। পাটনার ক্যাপ্টেনকে দেখেই তিনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন। অপমানটা গায়েই মাখল না সে। আগের মত বলল, 'বুড়ো মানুষ আমি। যা বলেছি তাতে মিথ্যে নেই একরত্তি।'

চোখ গরম করে তাকালেন ক্যাপ্টেন এলিয়ট। 'মিথ্যে বলেছ তুমি। ডাহা একটা মিথ্যুক এবং কাপুরুষ তুমি। জেরার সামনে তোমাকে দাঁড়াতে হবেই। তারপর তোমার কপালে কি আছে বলে তুমি আশা করো? এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। পাটনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট তুমি করেছ তার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই।'

মুখ কালো করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। বাইরে তার জন্য দুই ইঞ্জিনিয়ার আর জিম অপেক্ষা করছিল।

'পাগলটা আমাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করেছে,' মুখ বিকৃত করে বলল ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু ওর বকুনির আমি থোড়াই কেয়ার করি। প্রশান্ত মহাসাগর খুব বড় সাগর। তোমরা কি করবে আমি জানি না। কিন্তু আমার মত লোকের কাজের অভাব হবে না। তোমরা এই ফালতু ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে মরো। কিন্তু আমার কিছু যায় আসে না। ওরা যদি আমার পদবী কেড়ে নিতে চায় নিক না-এসবের কোন দরকার নেই আমার। সার্টিফিকেট গলায় ঝুলিয়ে তো আর হাঁটব না।'

পাগলের প্রলাপ ভেবে হেসে উঠল ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ওদেরকে বিমূঢ় করে দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঘোড়ার গাড়িতে লাফিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন।

'চালাও!' চিৎকার করে বলল সে ড্রাইভারকে। 'জোরসে চালাও! যেদিকে খুশি!'

ড্রাইভার চাবুক কষাল তার ঘোড়ার পিঠে। লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল ওটা। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। কোথায় গেল কে জানে। কারণ ওরা আর কখনও ক্যাপ্টেনকে দেখেনি। বরং তাকে চলে যেতে দেখে মনে মনে স্বস্তি অনুভব করল জিম।

পাটনা জাহাজের দুর্ঘটনা সম্পর্কিত এনকুয়ারিতে একমাত্র জিমই জেরার মুখোমুখি হলো। যে ইঞ্জিনিয়ারের হাত মচকে গিয়েছিল সে হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে আদালতে হাজির থাকতেই পারল না। অন্য ইঞ্জিনিয়ার পরপর তিনদিন মদে ডুবে থেকে একদিন ঘুমের মধ্যেই সাঙ্গ করল ভবলীলা।

বারো

বন্দরে যে সব নাবিক ছিল প্রায় সবাই হাজির হলো জেরায়। ওদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন মার্লো। প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলো জাহাজ চলে তাঁর। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, এখন অবসর নিয়ে ইংল্যাণ্ডে, তাঁর বাড়িতে নিরুদ্বেগ দিন কাটাবার উপযুক্ত সময়। পুবের বেশিরভাগ লোক তাঁকে চেনে, সম্মানও করে।

এনকুয়ারির দিন মার্লোর পাশে বসা লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'এই তরুণ ছেলেটার প্রতি আমরা এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করছি কেন?'

মার্লো বললেন, 'আমি জানি না। বুঝি না ও কেন পালিয়ে যাচ্ছে না। কাপুরুষ ক্যাপ্টেনটা তো পালিয়েছে। ও থেকে গেছে কি করতে? অফিসার হিসেবে ওর জীবন তো শেষ। খামোকা শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার কোন মানে হয়? চলে যেতে চাইলে কেউ ওকে আটকাত না।'

'বটে,' বলল আরেক লোক। 'ওকে বিশ হাত মাটির নিচে পুঁতে রাখা উচিত। ওখানেই সে ভাল লুকাতে পারবে।'

'এভাবে পালিয়ে না যাওয়া বাহাদুরের পরিচয়,' বললেন মার্লো।

'বাহাদুর! এত বাহাদুরী ভাল নয়। শুনুন, আপনি যদি কিছু টাকা দেন তাহলে আমিও কিছু দিতে রাজি আছি। এই টাকাটা ছোকরাকে দিয়ে বলব পালিয়ে যেতে। শত হলেও ছেলেটা ইংরেজ; তারপর লোকজনের সামনে এভাবে অপমান। নাহ্, এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

মাথা নাড়লেন মার্লো। 'না, আগে এনকুয়ারি শেষ হোক। তারপর দেখি কি করা যায়।'

জিমের প্রতি খুব আগ্রহ অনুভব করছেন মার্লো। বিচারককে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল জিম, এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মার্লো। বার দুই দু'জনের চোখাচোখি হলো। জিম চকিতে সরিয়ে নিল চোখ। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও। সবাইকে মনে হচ্ছে শত্রু। ভাবতেই পারছে না কেউ ওর বন্ধু হতে পারে।

দিনের শেষে আদালত থেকে বেরিয়ে মার্লো অপেক্ষা করতে লাগলেন জিমের

জন্য। কিন্তু জিম পরিচয় পর্বের শুরুতেই আক্রমণ করে বসল মার্লোকে।

'আপনি কি জন্য সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন?' রেগে গেল জিম। পা বাড়াল মার্লোর দিকে, যেন আঘাত করবে।

'দাঁড়াও,' বললেন মার্লো। 'আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

থমকে দাঁড়াল জিম। মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে, ছোট এক লাফে ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন মার্লো। 'তুমি পালাচ্ছ?'

'কক্ষনো না,' চেঁচাল জিম, হাঁটছে এখন ও।

মার্লো বুঝলেন পালাবার কথা বলে নিজের অজান্তে কষ্ট দিয়ে ফেলেছেন তিনি ছেলেটাকে। এনকুয়ারির সময়েও জিমের বিরুদ্ধে পালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ ছেলেটা কখনোই পালাতে চায়নি। দুঃখী দুঃখী মুখ করে তিনি বললেন, 'মাফ করো! আমি আসলে কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি।'

'ঠিক আছে,' দাঁড়াল জিম। 'আমারই ভুল হয়েছে। কিন্তু লোকজন যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে সহ্য হচ্ছে না আমার।'

'তোমার আসলে এখন একজন বন্ধু দরকার। আমি তোমাকে সাহায্য করব। চলো, আমার বাড়িতে চলো। একসঙ্গে ডিনার করব। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

বিস্মিত হলেন মার্লো, জিম এক কথায় তার সঙ্গে যেতে রাজি হলো বলে।

তেরো

খাওয়া দাওয়ার পর মার্লো জিমকে নিয়ে বসলেন, শুনতে চাইলেন তার কথা। ছেলেটার প্রতি অসীম আগ্রহ অনুভব করছেন তিনি।

জিম বলল, 'অন্যদের মত আমি জেরার মুখে পালাতে চাইনি। আমার বাবা, বুড়ো ভাল মানুষ বাবা সব কিছুই জেনে যাবেন খবরের কাগজের দৌলতে। আমি জীবনেও তাঁকে মুখ দেখাতে পারব না। ব্যাখ্যা করে কিছু বলতেও পারব না কারণ তিনি আমার কোন কথাই শুনতে চাইবেন না।'

মার্লো কোন কথা বললেন না। শুধু শুনে যাচ্ছেন।

'এই বিশ্রী এনকুয়ারি যখন শেষ হবে তারপর কি করব আমি? বাড়ি ফেরার কোন পথ নেই আমার। সাধারণ নাবিক হিসেবে কোন কাজ জোটাতে পারব কি?'

মার্লো বললেন, 'তুমি তা করতে পারবে? আমার মনে হয় না। তোমাকে তো বলেইছি আমি সাহায্য করব। এনকুয়ারির সময় তোমার প্রতিটি আচরণ আমি লক্ষ করেছি। একমাত্র তুমিই পালাবার কোন চেষ্টা করোনি। তোমাকে আমার বিশ্বস্ত মনে হয়েছে। মনে হয়েছে বিশ্বাস করা যায় তোমাকে। রেঙ্গুনে আমার চেনা এক লোক আছে। আমি তাকে তোমার কথা বললেই সে একটা কাজ জুটিয়ে দেবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার–'

'না, না। আমাকে কোন টাকা দিতে হবে না।' বলল জিম।

'টাকাটা একেবারে দিয়ে দিচ্ছি না। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধার শোধ করলেই চলবে।'

'আপনার বড় দয়া,' বিড়বিড় করে বলল জিম।

'ঠিক আছে–এনকুয়ারি শেষ হওয়ার পর কি করবে সেটা অন্তত জানিও আমাকে।'

'হয়তো আমি গোল্লায় যাব।' নিচু গলায় বলল জিম।

'প্লীজ,' অনুনয়ের সুরে বললেন মার্লো, 'কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমার কথাটা আবার স্মরণ কোরো।'

'আপনি এভাবে আমার পেছনে লেগেছেন কেন?' কর্কশ শোনাল জিমের কণ্ঠ। 'পালাবার মত লোক আমি নই। আর অত ভাগ্যও আমার নেই।'

'ঠিক আছে,' করুণ গলায় বললেন মার্লো। 'তোমার অনেক দেরি করিয়ে ফেললাম। দুঃখিত।'

উঠে দাঁড়াল জিম। হ্যাণ্ডশেক করল মার্লোর সঙ্গে। প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রাস্তায় তার ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেলেন মার্লো। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'বেচারা জিম–এখনও চব্বিশ পুরো হয়নি–দুর্ভাগা–কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না।'

পরদিন, এনকুয়ারির দ্বিতীয় দিনেও আদালতে হাজির হলেন মার্লো। বসে বসে জিমের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। 'এই ছেলেটা যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে। নিজেকে কাপুরুষ ভেবে যে লজ্জা ও পেয়েছে এরচে' বড় শাস্তি আদালতও ওকে দিতে পারবে না।'

এইদিন আদালতে ঘোষণা করা হলো পাটনা জাহাজটি সমুদ্র গমনের জন্য মোটেও উপযুক্ত ছিল না। সমুদ্র যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পাটনাকে আর কোনদিন সাগরে পাল তোলার অনুমতি দেয়া উচিত হবে না।

তারপর দুর্ঘটনার মূল কারণ নিয়ে ব্যাখ্যা শুরু হলো। মার্লোর পাশে বসা লোকটি বলল, 'হতে পারে কোন ডুবন্ত জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পাটনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।'

'ঠিক,' সায় দিলেন মার্লো। 'দুর্ঘটনাটা ঘটার ওটাই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হতে পারে। জিমের দিকে তাকালেন তিনি। জিম গভীর মনোযোগে আদালতের ব্যাখ্যা শুনছে।

অবশেষে শেষ হলো এনকুয়ারি পর্ব। বিচারক ঘোষণা করলেন, 'এই লোকগুলো দোষী। তাদের অফিসার পদক কেড়ে নেয়ার জন্য আদালত নির্দেশ দিচ্ছে।'

এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে? সব শেষ হয়ে গেল জিমের। দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে আদালত থেকে। মার্লো দ্রুত ওর পিছু নিলেন। জিমের হাত আঁকড়ে ধরলেন তিনি। কিন্তু এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জিম। উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে চলল রাস্তার দিকে। মার্লো দাঁড়িয়েই থাকলেন। জিমের অপসৃয়মান দেহটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, 'সময় আরও আছে। ওকে আমি ঠিকই

খুঁজে বের করব। ও যখন একা থাকবে তখন ওর সঙ্গে আমি কথা বলব।'

চোদ্দ

সন্ধ্যার পরে, জেটির কাছে নদী তীরে জিমকে বসে থাকতে দেখলেন মার্লো। একা। ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে ছেলেটা। হতবুদ্ধি লাগছে। যেন সব হারানোর বেদনায় মুহ্যমান।

'চলো, আমার সঙ্গে,' নরম গলায় বললেন মার্লো। একান্ত বাধ্য ছেলের মত উঠে দাঁড়াল জিম, অনুসরণ করল মার্লোকে।

হোটেলে, তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন মার্লো জিমকে। এখানে ওকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।

'কোন কথা নয়,' যেন পিতা সস্নেহ শাসালেন পুত্রকে, 'চুপচাপ বসে থাকো। বিশ্রাম নাও। তারপর আমরা কথা বলব।'

মার্লো নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। কোন কথা বললেন না তিনি, এমন কি আর তাকালেনও না জিমের দিকে। কাগজ বের করে চিঠি লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি।

অনেকক্ষণ সুবোধ বালক হয়ে বসে থাকল জিম। হতাশার সঙ্গে যুদ্ধ করল, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল নিজেকে। নিঃশব্দে কাঁদল, অনুভব করল এই একাকিত্ব, এই যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছে না ও।

জিমের ফোঁপানির শব্দ শুনলেন মার্লো, কিন্তু একমনে লিখেই চললেন তিনি। লিখতে লিখতে ভাবলেন, 'এমন করুণ অবস্থায় ছেলেটাকে দেখলে তার পরিবার না জানি কত কষ্ট পেত। আমার নিজেরই তো ভীষণ খারাপ লাগছে।'

আরও অনেকক্ষণ পর কথা বলল জিম, 'আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি?'

মুখ তুলে তাকালেন মার্লো। জিমের চেহারা থেকে প্রবল হতাশার পর্দাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'অবশ্যই পারো। এই যে সামনের বাক্সটাতে সিগারেট আছে। নিয়ে নাও।'

জিম বলল, 'আমি মুক্ত! আমি মুক্ত! আমার এখন খুব ভাল লাগছে।' লাজুক হাসল সে। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার এই ঘরটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমার যাওয়ার কোন জায়গা ছিল না। ভেবেছিলাম সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। আমি এখন যাব।' উঠে দাঁড়াল জিম, পা বাড়াল দরজার দিকে।

'আরে, আরে! কোথায় যাও?' চেঁচিয়ে উঠলেন মার্লো।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমাকে আমি সাহায্য করব তো!'

মাথা নাড়ল জিম। 'তার আর দরকার হবে না।'

'আবার কথা বলে! দরজা বন্ধ করে আসো তো দেখি। বসো!'

জিম কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল। তারপর আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসল। মার্লো কি বলবেন জানতে চায় সে।

'জানি, সময়টা তোমার ইদানীং খুব খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু এই দুঃসময়েও তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারব। এখন চেহারা থেকে দুঃখী দুঃখী ভাবটা মুছে ফেলো তো। প্রথমে কিছু খেয়ে নাও। তার আগে আমার পরিকল্পনার কথা বলে নেই। এই যে চিঠিটি দেখছ এটা আমি আমার এক বন্ধুকে লিখেছি। আমি চাই তুমি চিঠিটি তার কাছে পৌঁছে দেবে। আমি তাকে বলেছি তোমার ওপর আমার প্রচুর আস্থা এবং বিশ্বাস রয়েছে। তাকে অনুরোধ করেছি সে যেন তোমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। বলেছি তুমি আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধু।'

লাফিয়ে উঠল জিম। 'ওহ্! কি অসাধারণ দয়া আপনার!' এত ভাল আপনি! প্রবল বেগে হ্যাণ্ডশেক করল সে মার্লোর সঙ্গে, খুশিতে ঝিকমিক করছে চোখ। 'মনে মনে এরকম কিছু একটা চাইছিলাম আমি। আপনার এই মহানুভবতাকে অগ্রাহ্য করার ধৃষ্টতা আমার নেই। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব আমি! আমি–আমি সত্যি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন।'

মার্লো বললেন, 'ব্যস, ব্যস। আর বলতে হবে না। এত প্রশংসা করলে পেট ফেটে মরে যাব আমি।'

'আপনার প্রশংসা করার মত ভাষা এবং ক্ষমতা আমার নেই, স্যার। শুধু একটা কথাই বলব, আপনি আমাকে নতুন এক জীবন দিয়েছেন।'

মার্লো হাত নেড়ে বিদায় জানালেন জিমকে। উত্তেজিত জিম গর্বিত মস্তকে, দৃঢ়পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ও চলে যাওয়ার পর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মার্লো। 'নতুন জীবন!' ভাবলেন তিনি, 'ও কি জানে আমাদের দু'জনের জীবন এখন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে?'

পনেরো

মার্লোর বন্ধু চিঠিটি পড়লেন। জিমকে প্রথম দর্শনেই তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। তাঁর রাইসমিলে জিমকে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি।

বুড়ো লোকটি একা থাকেন। লোকজনের সঙ্গ তেমন পছন্দ করেন না। কিন্তু জিমকে তার এত ভাল লেগে গেল যে অল্প কয়েকদিন পরেই বললেন, 'এত বড় বাড়ি আমার। কিন্তু বড্ড একা লাগে। তুমি আমার সঙ্গে এসে থাকো, বাছা।' রাজি হয়ে গেল জিম। বুড়োকে তারও ভাল লেগেছে। কিন্তু দিন যত গেল বুড়ো যেন ন্যাওটা হয়ে পড়ল জিমের। প্রায়ই খাওয়ার সময় সে জিমের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে: 'আহা! এরকম একটি ছেলে যদি আমার থাকত। ও যদি এভাবে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যায় তাহলে রাইসমিলটার পুরো

দায়িত্ব ওকে দেব আমি। তারপর আমার মৃত্যুর পর ও এটার মালিক হবে।'

কিন্তু পোড়া কপালেদের কপালে সুখ নাকি বেশি সয় না। ভাগ্য বিধাতা জিমের নিরুপদ্রব জীবন দেখে মনে মনে হেসেছিলেন। ওর শান্তি নষ্ট করতেই বুঝি তিনি লোকটাকে পাঠালেন। আর তাকে দেখে মাথায় বাজ পড়ল জিমের। এ সেই লোক—পাটনার সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতির ওপর নজর রাখার কাজ নিয়ে এসেছে এখানে। ইঞ্জিনিয়ার লোকটা পাটনা সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করল না বটে কিন্তু তাকে দেখামাত্র পুরানো ক্ষতে টান ধরল জিমের। প্রতিদিন লোকটাকে দেখে সে আর মনে পড়ে অতীত দিনের ব্যর্থতা আর লজ্জাকর দিনগুলোর কথা। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারল না জিম। 'পালাতে হবে আমাকে এখান থেকে,' সিদ্ধান্ত নিল সে। 'আমি আমার দয়ালু মালিককে এভাবে ঠকাতে পারব না। তাঁর কাছে আমার অতীত গোপন রেখে আমি আর নতুন করে অপরাধবোধে জর্জরিত হতে চাই না।'

মালিকের মুখোমুখি হওয়ার সাহস হলো না জিমের। চিঠিতে লিখল, 'আমি দুঃখিত, বিশেষ কারণে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারলাম না বলে আবারও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' লেখাটা মালিকের নাস্তার টেবিলে রেখে সে উধাও হয়ে গেল।

দিন কয়েক পর রাইসমিল মালিকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন মার্লো। বুড়ো লিখেছেন, 'কোন কারণ না দেখিয়ে চলে যায় এমন কোন ছেলেকে দয়া করে আমার কাছে পাঠাবে না। এমন দুর্বোধ্য চরিত্রের লোকজনের আমার প্রয়োজন নেই। আমি আর কখনও কারও প্রতি দয়া দেখাব না ঠিক করেছি। ছেলেটাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। সুতরাং বুঝতেই পারছ তার এহেন আচরণে আমি কি কষ্ট পেয়েছি।'

ষোলো

নতুন জীবন শুরু করার তাগিদে জিম ব্যাংকক চলে এল। এগস্ট্রোম এবং ব্লেক নামের দুই লোকের সঙ্গে ঘটনাক্রমে পরিচয় হলো ওর। লোকদুটো একটি স্টোরের মালিক। বন্দরে যেসব জাহাজ আসে তাদের নাবিকদের জন্য খাবার সরবরাহ করে ওরা। জিমের কাজ হলো জাহাজ বন্দরে ভেড়ার আগেই নৌকায় চড়ে জাহাজে ওঠা এবং ক্যাপ্টেনকে বুঝিয়ে নিজেদের স্টোরের মাল গছানোর ধান্ধা করা।

একদিন একটা জাহাজ এসে ভিড়ল ব্যাংকক বন্দরে। জিম যথারীতি জাহাজে উঠে এগস্ট্রোম এবং ব্লেক কোম্পানির মাল কেনার জন্য ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ঝোলাঝুলি শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনকে রাজি করিয়ে উৎফুল্ল মনে সে চলে এল দোকানে। ভেতরে ঢুকবে এই সময় কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল। চমকে পেছন ফিরল জিম। মি. মার্লো। উনি এখানে এলেন কোত্থেকে? দৌড়ে পালাবার

ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে সংবরণ করল জিম। কোনমতে বলল, 'আ-আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি।' সহাস্যে বললেন মি. মার্লো। 'সেই এক এবং অদ্বিতীয় মার্লো। দূর থেকে তোমাকে অনুসরণ করছিলাম আমি। ভাগ্যিস ব্যাংকক এসেছিলাম নইলে তোমার সঙ্গে দেখাই হত না। এখন বলো রাইস মিল থেকে পালিয়ে এসেছ কেন?'

মাথা নামাল জিম। 'আমি তো আপনাকে চিঠিতেই লিখেছি।'

'লিখেছ বটে কিন্তু সব কথা জানাওনি। কারণটা আসলে কি ছিল? ইঞ্জিনিয়ার কোন হুমকি-টুমকি দিয়েছিল?'

'না–মানে–ঠিক সেভাবে নয়। ব্যাপারটা সে আমাদের মধ্যেই গোপন রেখেছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলেই অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠত তার মুখে, যেন সব জানে সে, বলে দেবে সবাইকে। একদিন সে আমাকে বলল, "জায়গাটা আমাদের সেই পুরানো জাহাজের চেয়ে ভাল, তাই না? না, না ভয় পেয়ো না। তোমার কথা আমি কাউকে বলব না। তুমি শুধু লক্ষ রেখো আমার চাকরিটা যেন বহাল থাকে। ব্যস, আমাদের মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব নেই। পাটনার কাজটা হারাবার পর থেকে বড় কষ্টে আছি।" কিন্তু লোকটার কথাগুলো আমাকে এত যন্ত্রণা দিত! শুধু পাটনার স্মৃতি মনে করিয়ে দিত। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে আমি পালিয়ে এসেছি।'

এগস্ট্রোমের গলা শুনল জিম। 'আরেকটা জাহাজ আসছে, জিম। কাজে লেগে পড়ো।'

মার্লো হ্যাণ্ডশেক করলেন জিমের সঙ্গে, ঘুরে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে পৌঁছে পেছন ফিরলেন তিনি। 'তুমি জানো কি জিনিস হারিয়ে এসেছ? বুড়ো লোকটা তোমাকে নিজের সন্তানের মত দেখত। মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি সে তোমাকে দান করে যেত।'

জিম বলল, 'আমি জানি সে কথা। বুড়ো মানুষটা সত্যি হৃদয়বান ছিলেন। কিন্তু আমার কিইবা করার ছিল?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মার্লো। বেরিয়ে গেলেন বাইরে

কিছুদিন পর মার্লো আবার ব্যাংকক এলেন কাজে। সোজা গিয়ে ঢুকলেন এগস্ট্রোম এবং ব্লেকদের অফিসে। কিন্তু জিমের সঙ্গে দেখা হলো না তাঁর।

'ভেগে গেছে ছোঁড়া,' মুখ কুঁচকে বলল এগস্ট্রোম। 'কল্পনাও করিনি এভাবে না বলে কয়ে উধাও হবে।'

'কোথায় গেছে জানেন কিছু?' জিজ্ঞেস করলেন মার্লো।

'নাহ্, জিজ্ঞেস করেও লাভ হত না কিছু। এইসব লোকের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই।'

মার্লোর মনে একটা সন্দেহ দানা পাকিয়ে উঠছিল। তিনি আঁচ করতে পারছিলেন জিমের অন্তর্ধানের কারণ। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললেন, 'কেউ কি জিমের সঙ্গে পাটনা নামে কোন জাহাজের ব্যাপারে আলাপ করেছিল?'

এগস্ট্রোমকে বিস্মিত মনে হলো। 'কেন,' বলল সে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই তো! একটা লোক এসেছিল একদিন; পাটনার শেষ যাত্রা নিয়ে অনেকেই কথা বলছিল।

ঠিক, ঠিক এই তো মনে পড়েছে। ওইদিনই জিম চলে যায়। ভাল করে খাওয়া দাওয়াও করেনি সে। প্লেটে অর্ধেক খাবার রেখেই কোন কথা না বলে উঠে পড়ে সে। তারপর থেকে আর কোন পাত্তা নেই। কিন্তু ছোঁড়া বেশ কাজের ছিল। যে কোন আবহাওয়ায় নৌকা নিয়ে চলে যেত সাগরে, জাহাজে উঠত। একবার এক ক্যাপ্টেন আমাকে বললেন, "তুমি কি রকম উন্মাদ কাজে রেখেছ হে, এগস্ট্রোম। এ দেখি ঝড়, কুয়াশা কিচ্ছু মানে না। এত কুয়াশার মধ্যেও আজ সকালে দেখি সে আমার জাহাজে এসে হাজির। অমন দক্ষ ভাবে নৌকা চালাতে আমি জীবনেও কাউকে দেখিনি। মাতালরাও বুঝি ওভাবে নৌকা চালায় না। কিন্তু এমনিতে সে বেশ ভদ্র, বিনয়ী।" ক্যাপ্টেন মার্লো, আপনাকে মিথ্যে বলব না, জিম থাকতে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ফুলে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ কই যে গেল ছেলেটা।'

'পাটনার শেষ যাত্রার সময় জিম ওই জাহাজে কাজ করত,' বললেন মার্লো।

অবাক হলো এগস্ট্রোম। 'তাতে কি হয়েছে?'

'ওটাই জিমের কাল হয়েছে,' বললেন মার্লো।

সতেরো

জিম ব্যাংকক থেকে পালিয়ে চলে এল মালয়েশিয়া। ছোট্ট একটা বন্দরে মোটামুটি ভাল একটা কাজও জুটিয়ে নিল। কিন্তু মাস ছয় না যেতেই ভাগ্য আবার বিরূপ হলো ওর প্রতি।

যে হোটেলে জিম থাকত, ওখানে একদিন সন্ধ্যায় এক যুদ্ধজাহাজের অফিসারের সঙ্গে তাস খেলতে বসেই ঘটল অঘটন। খেলায় হারছিল অফিসার, রেগে উঠছিল ক্রমশ—পরাজয়টাকে মেনে নিতে পারছিল না সে। প্রচুর মদ খেয়ে এমনিতেই টাল ছিল অফিসার, এবার যেন গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইল জিমের সাথে

'তুমি ভাবছ আমরা তোমাকে চিনি না, না?' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বলল সে। 'কিন্তু তুমি জানো না তোমার কাণ্ডকারখানার কথা এখানকার কারও জানতে বাকি নেই।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল জিম চেয়ার ছেড়ে। রাগে গনগন করছে মুখ। অফিসারকে আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র সুযোগ দিল না সে। যেন একটা আটার বস্তা তুলছে, এইভাবে অফিসারকে শূন্যে তুলে ফেলল সে। যেখানে ওরা বসেছে, ঘরের পেছন দিকটা খোলা। অন্ধকার। এই অন্ধকার লক্ষ্য করে ছুটে গেল অফিসারের ভারী দেহ, ছুঁড়ে ফেলেছে তাকে জিম। একটা শব্দ হলো—ঝপাস্! নদীতে পড়ে গেল সে। ভাগ্য ভাল সাঁতার জানত সে। আরও ভাগ্য ভাল ঠিক ওই সময় ওখান থেকে একটা চীনা নৌকা মাল নিয়ে যাচ্ছিল। পানিতে ভারী কিছু একটা পতনের শব্দ শুনে নৌকার লোকরা পেছন ফিরে তাকাতেই অফিসারকে দেখতে পেল। হাবুডুবু খাচ্ছে সে। তাড়াতাড়ি তারা লোকটাকে নৌকায় ওঠাল।

অফিসারকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে পাগলের মত হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল জিম। সোজা চলে এল বন্দরে। অবাক কাণ্ড! এখানে আবার মার্লোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। কি একটা কাজে তিনি এখানে এসেছেন। তাঁকে দেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল জিম। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ভেবেছিলাম এখানে আমাকে কেউ চিনবে না। কিন্তু এখানকার প্রতিটি লোক আমার গোপন কথাটা জানে। আমি আর পারছি না। আমি আর এখানে থাকব না। আপনি আমাকে দয়া করে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন, প্লীজ!'

পরদিন হোটেল মালিক নালিশ করল মার্লোর কাছে। বলল জিমকে সে আর তার হোটেলে থাকতে দেবে না। লোক হিসেবে জিম ভাল। কিন্তু অফিসারের সঙ্গে সে যে ব্যবহার করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। এমন রগচটা স্বভাবের লোক রেখে সে আর বিপদে পড়তে চায় না।

অগত্যা মার্লো আর কি করেন জিমকে নিয়েই তিনি যাত্রা শুরু করলেন। জিমের ইদানীংকার ব্যবহার তাঁকে হতাশ করে তুলছে। নাবিক হয়েও জাহাজের প্রতি তার আগ্রহ সাধারণ যাত্রীদের চেয়েও কম সারাক্ষণ সে নিচের ডেকে পড়ে থাকে। যেন জেল পালানো কয়েদী।

একদিন ক্যাপ্টেন মার্লো জিমকে ডাকলেন। একথা সেকথার পর বললেন, 'তুমি কি এই অঞ্চলটা ত্যাগ করতে চাও? ক্যালিফোর্নিয়া কিংবা ওয়েস্ট কোস্টের দিকে যাবে? তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতাম।'

জিম বলল, 'তাতে কি কোন লাভ হবে?'

মার্লো ভাবলেন ঠিকই তো। ওকে তিনি অনেক সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু সঠিক পথটি বাতলে দেননি। ওর জন্য কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলেন তিনি। কিন্তু কি করবেন ভেবে পেলেন না। পাটনা এনকুয়ারিতে, আদালতে তাঁর পাশে বসা লোকটার কথাগুলো মনে পড়ল মার্লোর। সে বলেছিল, 'ওকে লুকিয়ে রাখতে হলে বিশ হাত [illegible] গভীরে পুঁতে রাখতে হবে। তাহলেই সে নিরাপদে থাকবে।'

আঠারো

হপ্তা কয়েক পর ওরা একটা বন্দরে এসে পৌঁছুল। মার্লো আবারও উপলব্ধি করলেন জিমের জন্য তাঁর কিছু একটা করা দরকার। ওকে সাহায্য করার ষোলো আনা ইচ্ছেটা এখনও তাঁর আছে, বিশ্বাসও করেন আগের মতই। সুতরাং সুযোগ পেলে জিম নতুন ভাবে তার জীবন শুরু করতে পারবে এই আশা ছাড়তে চাইলেন না মার্লো।

বন্দরের কাছেই মার্লোর এক ধনী, ব্যবসায়ী বন্ধু থাকেন। নাম স্টেন এমন সৎ, নির্ভরযোগ্য মানুষ জীবনে কমই দেখেছেন মার্লো। জিমের কথা তাঁকে বললে সব ঘটনা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন স্টেন এই বিশ্বাস মার্লোর আছে। আর তিনি হয়তো ওর একটা হিল্লেও করে দিতে পারেন। জিমের জন্য পুরানো

বন্ধুর কাছেই যাবেন ঠিক করলেন মার্লো।

সন্ধ্যার দিকে স্টেনের বাড়িতে এলেন মার্লো। এক জাভা ভৃত্য তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বড় একটা ঘরে। মৃদু আলো জ্বলছে ঘরটাতে। চেয়ারে বসে ছিলেন স্টেন। চশমাটা কপালের দিকে ঠেলে দিলেন। পরক্ষণে দেখা গেল দুই বন্ধু পরস্পরকে বুকের সঙ্গে পিষছেন।

স্টেনের বয়স ষাটের কোঠায়। তাঁর প্রধান শখ পোকামাকড় সংগ্রহ। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে কত দেশ ঘুরেছেন তার হিসেব নেই।

'বসো, বসো,' আন্তরিক গলায় বললেন স্টেন। 'তারপর বলো আমার জন্য কি সুসংবাদ নিয়ে এসেছ?'

'সত্যি বলতে কি, স্টেন,' বললেন মার্লো, 'আমি এবার এসেছি অন্য একটা কাজে। একটা লোকের ব্যাপারে তোমার কিছু পরামর্শ দরকার।'

বন্ধুর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন স্টেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। বলো।'

মার্লো জিমের সব কথা খুলে বললেন স্টেনকে। কথা শেষ হওয়ার পর স্টেন আড়মোড়া ভাঙলেন, পাইপটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে, ঝুঁকলেন সামনের দিকে, 'বুঝলাম। তোমার এই ছেলে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে।'

'ঠিক বলেছ। জিম ঠিক তাই। কত সহজে তুমি কথাটা উচ্চারণ করলে! কিন্তু এতে ওর লাভ কি হবে?'

'লাভ পেতে হলে স্বপ্নের জগৎ থেকে নিজেকে ওর বের করে আনতে হবে।'

'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কিভাবে সে অলীক স্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি পাবে সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে সে বেঁচে থাকবে কি করে।'

স্টেন দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'যে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় সেই স্বপ্ন দেখাও তোমার উচিত নয়।' চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। আজ রাতটা এখানেই থেকে যাও। কাল সকালে দেখি কি করা যায়। তোমার জিম স্বপ্ন দেখে। তবে এমন অবাস্তব স্বপ্ন দেখা খারাপ–খুব খারাপ। কিন্তু তোমার বর্ণনা শুনে ছেলেটাকে আমারও ভাল লেগেছে। যাকগে, কাল কথা হবে। শুভ রাত্রি।'

পরদিন সকালে, নাস্তার টেবিলে পাতুজান জায়গাটার কথা উল্লেখ করলেন স্টেন।

'এ রকম কোন জায়গার নাম শুনেছি বলে মনে পড়ছে না,' বললেন মার্লো।

'শোনোনি। অনেকেই শোনেনি। নদীর তীরে ছোট্ট একটা গ্রাম। ওটার কাছাকাছি অন্য কোন গ্রাম নেই। আমার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে ওখানে। সেটার জন্য একজন ম্যানেজার দরকার। তোমার তরুণ বন্ধু ওখানে যেতে রাজি আছে কিনা দেখো। তাকে এই পাতুজানেই বাস করতে হবে। নিঃসঙ্গ একটা চাকরি, সবার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। সে ছাড়া অন্য কোন সাদা চামড়ার মানুষও থাকবে না। কর্নেলিয়াস নামে একটা লোক অবশ্য আছে এখনও ওখানে। কিন্তু লোকটা সুবিধের না। ওর বদলে আমি অন্য লোক নেব বলে ঠিক করেছি। তোমার জিম কি যাবে ওখানে?'

'আমি জিজ্ঞেস করব ওকে,' বললেন মার্লো। 'মনে হয় সুযোগটা হারাতে চাইবে না সে। ওর একটা হিল্লে করে দিচ্ছ···আমি সত্যি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। ওর ওপর আস্থা আছে আমার। আমার বিশ্বাস এতদিন পর ঠিক কাজটাই পেতে যাচ্ছে সে।'

উনিশ

জিমকে যেখানে আশা করেছিলেন সেখানেই দেখতে পেলেন মার্লো। শুয়ে আছে নিচের ডেকে। মার্লোকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'পাতুজান নামে কোন জায়গার নাম শুনেছ কখনও!' জিজ্ঞেস করলেন মার্লো।

'ন্-নাহ্,' বলল জিম।

'না শোনাটাই স্বাভাবিক। অনেকেই শোনেনি। ছোট্ট এবং খুব নিরিবিলি একটা গ্রাম, সমুদ্র থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে, একটা নদীর তীরে। নদীর নামও পাতুজান। আমার বন্ধু স্টেনের একটা ব্যবসা আছে ওখানে। সে তোমাকে ওটার ম্যানেজার করতে চায়।'

'আপনি আমাকে ওখানে কবর দিতে চান?' চিৎকার করে উঠল জিম।

'আরে ধ্যাৎ কি যে বলো!' বললেন মার্লো। 'নতুন জীবন শুরু করার জন্য এরচে' ভাল সুযোগ আর হয় না। নতুন ম্যানেজারকে হতে হবে সৎ, কর্মঠ। লোকজনদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তার মনের জোরও থাকতে হবে সাংঘাতিক।'

লজ্জা পেল জিম। কোথায় মানুষটা তাকে সাহায্য করার জন্য এত কষ্ট করছেন আর সে কিনা হুট করে তাঁকে ভুল বুঝে রেগে উঠেছে। নম্র গলায় বলল, 'আপনি আমার জন্য এত কিছু করছেন! শত জনমেও আপনার ঋণ শোধ দিতে পারব না আমি।'

'ঠিক আছে, যদি সত্যি ঋণ শোধ করতে চাও তাহলে স্টেনের সঙ্গে দেখা করে কথা বলো।'

'যাব আমি। জানি জীবনেও আমার আর বাড়ি ফেরা হবে না। নিজের জীবনটাকে নিজেকেই গড়ে নিতে হবে। এজন্য যদি আমাকে পাতুজানে গিয়ে থাকতে হয়—ঠিক আছে—তাই করব আমি।'

জিম সেদিনই দেখা করল স্টেনের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই ছেলেটাকে ভাল লেগে গেল তাঁর। ডিনারে আমন্ত্রণ করলেন তিনি জিমকে। বললেন, 'তোমার বয়স কম, দেখেও বেশ শক্ত সমর্থ মনে হচ্ছে; কিন্তু তারপরও পাতুজান সম্পর্কে কিছু কথা তোমার জানা দরকার। অধিবাসীরাই গ্রামটার হর্তাকর্তা। বিদেশী কিংবা আগন্তুকদের আগমন তারা ভাল চোখে দেখে না। বছরখানেক হলো ওখানকার কোন খবর পাচ্ছি না আমি। আমার ম্যানেজার, কর্নেলিয়াস লোকটা ভাল না। আমাকে ঠকাচ্ছে, জিনিসপত্র চুরি করে ব্যবসার বারোটা বাজাচ্ছে। তুমি যদি যেতে রাজি হও তাহলে ওর জায়গায় তোমাকে নিযুক্ত করব আমি। তবে ওখানে

পৌঁছার পর অনেক ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে হয়তো। শত্রু তো থাকবেই, তারপর রয়েছে রাজা, ওখানকার শাসন কর্তা! সে তোমাকে হত্যার চেষ্টা চালাতে পারে। প্রতি পদে তুমি অনেক বাধার সম্মুখীন হবে। কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার এটা একটা বিরাট সুযোগ। এত কিছু জানার পরেও ঝুঁকিটা নেবে তুমি? যাবে ওখানে?'

'অবশ্যই যাব,' দৃঢ় গলায় বলল জিম। বুকের ভেতরটা ফুলে উঠছে। 'এটাই কি আমার জীবনের শেষ সুযোগ?' ভাবল সে। 'আমি কি সত্যি এবার প্রমাণ করতে পারব ভীতু নই আমি, সাহসী একজন পুরুষ?'

'জানি না সব কিছু জানার পরেও তুমি কেন ওখানে যেতে চাইছ,' বললেন স্টেন। 'সে যাক, মার্লো তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। সুতরাং তুমি সব জেনেই তো এসেছ।'

জিম মেঝের দিকে চোখ রেখে বলল, 'কাজে সফল হওয়ার জন্য ওখানে আমার যা করণীয় সব আমি করব। আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

'আমারও তাই ধারণা। তো এই যে রাজার কথা বললাম, রাজা আলাং. লোকটা খুবই বদ স্বভাবের। পুরো এলাকা সে কব্জা করে রেখেছে। লোকজনদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করে। অনেক দূরের গ্রামেও ডাকাতি করতে যায়। সমস্ত গ্রামে লোকটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। গরীব মানুষগুলো প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। পালাতে চাইলেও পালাতে পারে না। আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? ওদের এখন একজন যোগ্য নেতার দরকার যে ওদের মনে আত্মরক্ষার সাহস যোগাবে, বুদ্ধি দেবে, নেতৃত্ব দেবে। বদ রাজাটার পতন হলেই আবার ওদের মনে ফিরে আসবে শান্তি।'

বিশ

পরদিন সকালে স্টেন কর্নেলিয়াসকে লেখা একটি চিঠি দিলেন জিমকে। বললেন, 'কাজটাজ কি করতে হবে ও-ই সব বুঝিয়ে দেবে। তারপর তুমি কাজ শুরু করবে।'

পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করলেন স্টেন। বললেন, 'ডোরামিন নামে পাতুজানের এক লোক বন্ধুত্বের খাতিরে এই আংটিটা আমাকে দিয়েছিল। লোকটা ভাল। রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। একই সঙ্গে গ্রামবাসীদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। তুমি যদি কখনও বিপদে পড়ো কিংবা সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে এই আংটিটা নিয়ে সোজা ওর কাছে চলে যেয়ো। আংটি দেখলেই সে সব বুঝতে পারবে। আর তোমার যা সাহায্য দরকার করবে।'

জিম আংটিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের পরিচয় এই খুদে জিনিসটা। সে হাত মুঠো করল। যেন মহামূল্যবান একটা

জিনিস লুকোতে চাইছে।

'এ যেন বইয়ের সেই গল্পের মত,' ভাবল জিম। 'এমন একটি দিনের জন্যই তো আমি এতদিন প্রতীক্ষার প্রহর গুণেছি। এখন আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত। আমি বিপদের মোকাবিলা করব। প্রমাণ করে দেব কি ধাতুতে গড়া আমি! বন্দী জীবন থেকে অবশেষে মুক্ত পৃথিবীতে বেরুবার সময় হয়েছে আমার—আহা! কি ভাগ্য আমার!

খবরটা জানাতে মার্লোর জাহাজে গেল জিম। 'এবার,' বলল সে মার্লোকে। 'আমার সুযোগ এসেছে। আমি সমস্ত অতীত ভুলতে পারব, ভুলতে পারব দুনিয়া। আর দুনিয়াও হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুলে যাবে। কিন্তু আপনাকে আমি কোনদিন ভুলব না!'

'দুনিয়া কিংবা আমি তোমার অতীত নিয়ে মাথা ঘামাই না,' চিৎকার করে উঠলেন মার্লো, 'তুমি—তুমিই ভুলতে পারো না।' হঠাৎ স্বর নরম করলেন তিনি, 'যদি প্রয়োজন মনে করো আমাকেও ভুলে যেয়ো। কিন্তু একদিন তুমি ফিরে আসতে চাইবে।'

'ফিরে আসব কোথায়?'

মার্লো এক মুহূর্ত নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, 'তাহলে তুমি আর ফিরে আসবে না?'

'কক্ষনো না!' বলল জিম। 'আমি এখুনি স্টেন সাহেবের কাছে যাচ্ছি বিদায় নিতে। আজ বিকেলের নৌকাতেই পাতুজানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।'

'খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে যাত্রাটা,' বিড়বিড় করে বললেন মার্লো। আলিঙ্গন করলেন তিনি জিমকে। টের পেলেন ছেলেটার জন্য মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পানি আসছে চোখে।

'সাবধানে থেকো। ঝুঁকির মধ্যে যেয়ো না।' বিদায় মুহূর্তে বললেন মার্লো।

'ঠিক আছে! ঠিক আছে!' বলল জিম। আরও কি যেন বলতে চাইল ও, কিন্তু বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠল কান্না। ভাঙা গলায় বলল, 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সাবধানে থাকব। আমার জন্য ভাববেন না—ভাল থাকবেন। বিদায়!'

একুশ

পাতুজান নদীর মোহনায় জাহাজ থামালেন ক্যাপ্টেন। আর সামনে এগোবেন না তিনি।

'গতবার যখন আমি এদিকে এলাম,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'নদী তীর থেকে কারা যেন আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। বালুর চরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ প্রায় ধ্বংস হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।'

জিম দেখল একটি ছোট নৌকা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সম্ভবত নদী তীরবর্তী কোন গ্রাম থেকে এসেছে ওরা। তিনজন লোক বসা নৌকাতে। বলল

জিমকে তারা নিতে এসেছে।

জিম কোন কথা না বলে চড়ে বসল নৌকায়। জাহাজ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল ওটা। নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ আর একা মনে হলো জিমের। 'দুনিয়া থেকে এখন আমি যদি নিশ্চিহ্নও হয়ে যাই,' ভাবল সে, 'কেউ আমার কোন খোঁজ পাবে না।'

যাত্রাটা হলো লম্বা, ক্লান্তিকর। নগ্ন সূর্য প্রায় পুড়িয়ে ফেলার জোগাড় করল জিমকে। একসময় ওর মনে হলো বুঝি জ্ঞান হারাবে।

হঠাৎ নদীর বাঁকে কতগুলো ঘরবাড়ি চোখে পড়ল জিমের। পাতুজান গ্রাম তাহলে কাছিয়ে আসছে, ভাবল ও। নদীর মাঝখান থেকে যেন জল ফুঁড়ে উদয় হয়েছে দুটো খাড়া পাহাড়। পাহাড় দুটোর মাঝে ফাঁকা একটা জায়গা, নদী এখানে সরু, গভীর এবং বিপজ্জনক। নৌকার লোকগুলো সাবধানে পেরিয়ে এল জায়গাটা, বৈঠা বাইতে শুরু করল নিচু ভূমি লক্ষ্য করে। তীরে পৌছেই লাফিয়ে নামল সবাই। জিমকে অবাক করে দিয়ে সবাই দৌড়াল একসঙ্গে। ওদের পিছু নিল জিম সঙ্গে সঙ্গে। এই সময় দৃশ্যটা দেখল সে। অনেকগুলো লোক চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। পেছন ফিরল জিম। পালাবার পথ নেই। এক নৌকা বোঝাই সশস্ত্র কয়েকজন লোক আসছে নদী পথে।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকল জিম। লোকগুলো কাছে এল। জিজ্ঞেস করল ও, 'কি ব্যাপার?'

'রাজা তোমাকে দেখতে চান,' জবাব দিল একজন।

'ঠিক আছে,' বলল জিম। 'আমি তো আর পালাচ্ছি না!'

জিনিসপত্রগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিল লোকগুলো জিমের কাছ থেকে। আগাপাছতলা সার্চ করল। একটা আনলোড পিস্তল খুঁজে পেল ওরা। কোমরে গোঁজা। অস্ত্রটা দেখে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল কয়েকজন। তারা প্রায় ধাক্কাতে ধাক্কাতে জিমকে নিয়ে চলল রাজার বাড়িতে।

একটা নোংরা উঠনে নিয়ে এল ওরা জিমকে। এখানে দিন তিনেক কাটাতে হলো ওকে বন্দী হিসেবে। খুব কম খেতে পেল জিম। সামান্য ভাত আর অল্প মাছ। কিন্তু এই ক'দিনেও রাজা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা ঠিক করতে পারল না জিমকে নিয়ে তারা কি করবে। সাধারণত বন্দীদের তারা তাৎক্ষণিকভাবে মেরে ফেলে। কিন্তু জিমকে মারেনি কারণ জিম কোত্থেকে এসেছে ওরা জানে না। তা ছাড়া মনে ভয় জিমকে মেরে ফেললে যদি শক্তিশালী কেউ হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসে।

অসহ্য তিনটা দিন কাটার পরও মুক্তির কোন লক্ষণ নেই দেখে জিম বেপরোয়া হয়ে উঠল। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে পালাতে হবে, ঠিক করল সে। স্টেন তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে ডোরামিন কোথায় থাকে। ডোরামিনকে স্টেনের অঙ্গুরী দেখিয়ে সাহায্য চাইবার এটাই উপযুক্ত সময়।

জিমকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে, সেই বেড়ার খানিকটা জায়গা ভাঙা, খেয়াল করেছে ও। ভাঙা বেড়া ছুটিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল 'কারাগার' থেকে। যত জোরে পারে দিল দৌড়। কিন্তু কিছুদূর যেতেই কিসের সঙ্গে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে

পড়ল। গড়াতে গড়াতে পড়ল গিয়ে নদীতে। ভাগ্য ভাল ওর, নদীতে এখন স্রোত নেই; কিন্তু কাদা ভয়ানক থকথকে। কাদা মেখে ভূত হয়ে গেল জিম। যেন পাইথনের বজ্র আঁটুনিতে পড়েছে, কাদার মধ্যে ডেবে গেল ও অনেকখানি। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাল জিম। যখন মুক্ত হলো ততক্ষণে নদীর অন্য পাড়ে চলে এসেছে ও। নদী তীরে লাশ হয়ে পড়ে থাকল ও অনেকক্ষণ, ধীরে ধীরে ফিরে পেল শক্তি। 'আমাকে উঠতেই হবে,' ভাবল জিম। 'শিগগিরই ওরা টের পাবে আমি পালিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছু নেবে,' আতঙ্কটা টনিকের মত কাজ করল শরীরে, হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল জিম, দৌড়াতে শুরু করল। ভেজা, কালো কাদায় সারা শরীর মাখামাখি ওর। দৌড়াতে দৌড়াতে একটা গ্রামে ঢুকে পড়ল জিম। কাদা মাখা কিম্ভূত মূর্তিটাকে দেখে ভয় পেল বাচ্চারা, চিৎকার করতে করতে পালাল সবাই।

'ডোরামিন!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল জিম। ভয়ে কাঁপছে ও থরথর করে। যে কোন সময় শত্রুরা এখানে চলে আসতে পারে। হঠাৎ দৌড়াতে গিয়ে প্রবল ধাক্কা খেলো ও দুটো লোকের সঙ্গে। লোকদুটো কাদামাখা এই আগন্তুককে দেখছিল কৌতূহল ভরে। মাটিতে পড়ে গেল জিম তাল সামলাতে না পেরে। চোখের সামনে যেন জ্বলে উঠল সাতটা সূর্য, কোনমতে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল ও শব্দ দুটো, 'ডোরামিন! ডোরামিন!' লোক দুটো মাটি থেকে তুলে ধরল জিমকে, প্রায় বয়ে নিয়ে চলল ডোরামিনের কাছে।

বাইশ

লোকদুটো জিমকে নিয়ে এল একটা ঢালের মাথায়, সুসজ্জিত এক ফলের বাগানে। বাগানে একটা চেয়ারে বসে আছেন বিশালদেহী এক লোক। তাঁর সামনে গিয়ে থামল লোকদুটো। জিম এত দুর্বল যে ওকে ধরে রাখল দু'জন দু'দিক থেকে। গুলির শব্দ ভেসে এল ঢালের নিচ থেকে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। জিম জানে না এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটাই ডোরামিনের বাড়ি। ডোরামিনের পাহারাদাররা দ্রুত ফটক আটকে দিল যাতে রাজার লোকেরা ঢুকে আগন্তুকের ব্যাপারে অহেতুক ঝামেলা না বাধাতে পারে।

জিমের শরীর ডোরামিনের চাকররা পানি দিয়ে ধুয়ে দিল। ডোরামিন পত্নীর নির্দেশে ওরা তাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। মড়ার মত পড়ে থাকল জিম অনেকক্ষণ।

ডোরামিন পাতুজান গ্রামের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। তিনি ষাটটি পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করেন, দুশো সশস্ত্র লোকের ছোটখাটো একটি সেনাবাহিনী আছে তাঁর। এদের সহযোগিতায় তিনি শয়তান আর অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেন।

রাজা এবং ডোরামিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব মূলত বাণিজ্য নিয়ে। আর যখনই সংঘর্ষ

শুরু হয় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় রাজার সৈন্যরা। ভয়, আতঙ্ক, কান্না আর ক্রমাগত গুলির শব্দ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে চারদিকে। গ্রামগুলো প্রায়ই পুড়ে ছাই হয়, বন্দীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজার কাছে। বাণিজ্য করার অপরাধে এদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে মেরে ফেলা হয়, কেউ কেউ প্রবল অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যায়।

পরিবেশকে আরও ভয়াবহ করার জন্যই যেন ইদানীং শেরিফ আলী নামের আরেকটা উপদ্রবের আগমন হয়েছে। লোকটা জাতিতে আরব। বেদুইন। হিংস্র এবং নিষ্ঠুর কিছু লোক নিয়ে সে গড়ে তুলেছে সশস্ত্র এক বাহিনী। পাতুজান গ্রামের দুই পাহাড়ের একটার চুড়োয় সে গড়ে তুলেছে দুর্ভেদ্য এক দুর্গ। সুযোগ পেলেই সে গ্রাম আক্রমণ করে, লুণ্ঠন করে গ্রামবাসীর যথাসর্বস্ব।

তারপরও কিন্তু ডোরামিনের কিছু লোক শেরিফ আলীর সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী। তাদের যুক্তি তাহলে তারা শক্তিশালী হয়ে শয়তান রাজা আলাংকে দাঁত ভাঙা জবাব দিতে পারবে। অপেক্ষাকৃত তরুণদের দাবি, 'শেরিফ আলী এবং তার লোকদের সাহায্য নিয়ে আমরা রাজা আলাংকে দেশ ছাড়া করব।'

কিন্তু ডোরামিন রাজি হননি তাদের প্রস্তাবে। কারণ রাজা আলাংকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করলেও শেরিফ আলীকেও এক কানাকড়ি দিয়ে বিশ্বাস করেন না।

জিম দিন কয়েকের মধ্যে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠল, হাঁটাচলার ক্ষমতা ফিরে পেল। ওকে ডোরামিনের কাছে নিয়ে এল তাঁর লোকেরা।

জিম বলল, 'স্টেন সাহেব আমাকে ম্যানেজার হিসেবে পাতুজান পাঠিয়েছেন তাঁর ব্যবসা বাণিজ্যের দেখাশোনা করার জন্য। কর্নেলিয়াসের জায়গায় কাজ করার কথা আমার। কিন্তু আমি গ্রামে পৌঁছামাত্র রাজার লোকেরা আমাকে ধরে বন্দী করে রাখে। অনেক কষ্টে আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি আপনার সাহায্যের আশায়। এই আংটিটা দেখুন। এটা আমাকে স্টেন সাহেব দিয়েছেন। বলেছেন আপনি নাকি এটা ওনাকে দিয়েছিলেন বন্ধুত্বের খাতিরে। তিনি এও বলেছেন আমার কোন সাহায্যের দরকার হলে আপনি সাহায্য করবেন।

আংটিটা দেখতে দেখতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডোরামিনের। 'স্টেন...' সোৎসাহে বললেন তিনি, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই আংটিটাই আমি তাকে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তুমি আপাতত আমার এখানে থাকো। তারপর দু'জনে মিলে বুদ্ধি বের করব কি করে তোমাকে নিরাপদে স্টেনের ট্রেডিং পোস্টে বসানো যায়।

মুহূর্তে ডোরামিনকে ভাল লেগে গেল জিমের। টের পেল সাহস ফিরে পেতে শুরু করেছে ও। এই অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর দেশেও সে বন্ধুদের দেখা পেয়েছে এটা মস্ত ভাগ্যের ব্যাপার।

ডোরামিন বয়সে যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ, দৈর্ঘ্য প্রস্থেও তিনি গ্রামের সবাইকে ছাড়িয়েছেন। এতই মোটা তিনি যে দু'জন সঙ্গীর সাহায্য ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারেন না। দুটো ছেলে সবসময় তাঁর দুই পাশে বসে থাকে। উঠতে চাইলে তিনি প্রথমে ডানদিকে আস্তে করে মাথা ঘোরান, তারপর বাঁ দিকে। এরপর ছেলেদুটো তাঁকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল তার নিজস্ব গতিতে। জিম ইতিমধ্যে মালয়েশিয়ার

এই অজানা জায়গাটার রক্তাক্ত ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। ডোরামিনের একমাত্র ছেলে ডেন ওয়ারিসের সঙ্গে তার চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বেশিরভাগ সময় দু'জনে একত্রে কাটায়, পরিকল্পনা করে কি করে গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়।

'প্রথমে,' একদিন বলল জিম, 'আমাকে কর্নেলিয়াসকে খুঁজে বের করতে হবে এবং স্টেন সাহেব আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই কাজ শুরু করব। যত দ্রুত সম্ভব তোমাদের কাছে ফিরে আসব আমি। শেরিফ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদের আমি সাহায্য করতে চাই। ভয় এবং আতঙ্কের যে ত্রাস ছড়িয়ে আছে গোটা গ্রাম জুড়ে তোমাদের সহায়তায় আমি সেটা দূর করব।'

'খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু তুমি চলে যেতে চাইছ,' বলল ডেন ওয়ারিস। 'রাজার চোখে যদি পড়ো এবার সে নির্ঘাত তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

'ঝুঁকি তো কিছু নিতেই হবে। কিন্তু যাওয়াটা আমার কর্তব্য। আমি এখানে এসেছি স্টেন সাহেবের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে।'

'ঠিক আছে। তাহলে যাও। কিন্তু সাহায্যের প্রয়োজন হলে ফিরে আসতে দ্বিধা কোরো না।'

জিম বলল, 'তোমরা আমার বন্ধু। তোমাদের দয়ার কথা আমি কখনও ভুলব না। সময় আসুক তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার প্রমাণ একদিন দেব।'

তেইশ

কর্নেলিয়াস যেখানে থাকে, সেখানে একদিন এসে উপস্থিত হলো জিম। বাড়িটির চেহারা ওকে হতাশ করে তুলল। নোংরা, ছাদ কোথাও কোথাও ধসে পড়েছে। এখানে থাকার ইচ্ছেটাই ওর অনেকাংশে লোপ পেল। কিন্তু কর্নেলিয়াসকে মুখে বলল, 'স্টেন সাহেব বলেছেন আমার নিজের বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে থাকতে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই;' বিনয়ে যেন গলে গেল কর্নেলিয়াস। বলল, 'তবে একেবারে খালি খালি থাকবেন স্টেন সাহেব বোধহয় সেটা পছন্দ করবেন না আপনি আমাকে ভাড়াবাবদ কিছু দেবেন।'

জিম শিগগিরই টের পেল ছোটখাটো, ধূর্ত চেহারার এই লোকটি মহা ধড়িবাজ এবং অসৎ। স্টেন ঠিকই বলেছেন কর্নেলিয়াস তাঁকে ঠকাচ্ছে। গোড়া থেকেই ঠকিয়ে আসছে সে ভাল মানুষ স্টেনকে।

কর্নেলিয়াসের দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়েও তার সঙ্গেই একই বাড়িতে থাকে। মেয়েটির বাবা মারা যাওয়ার পর তার মা কর্নেলিয়াসকে বিয়ে করেন। কিন্তু তিনিও গত হয়েছেন অনেকদিন। কর্নেলিয়াস সৎ মেয়েকে তার সঙ্গে থাকতে দিয়েছে বটে কিন্তু অসম্ভব খারাপ ব্যবহার করে মেয়েটির জীবন অতিষ্ঠও করে তুলেছে। মেয়েকে প্রায়ই খোঁটা দেয় সে, 'তোমাকে আমি থাকতে দিয়েছি।

তোমার জন্য আমার প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু কেন তোমাকে আমি থাকতে দিয়েছি? দিয়েছি কারণ আমার অন্তর দয়ায় পূর্ণ। অথচ কি অকৃতজ্ঞ মেয়ে তুমি, একবারও আমাকে বাবা বলে ডাকোনি!'

মেয়েটি কর্নেলিয়াসকে দুই চোখে দেখতে পারে না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে জিম বুঝে গেল কি মানবেতর জীবনযাপন করছে সে সৎ বাপের সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটির সঙ্গে কর্নেলিয়াস যখন খারাপ ব্যবহার করে, গালি দেয়, মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে জিমের। সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে যায় সে ঘর ছেড়ে।

একদিন মেয়েটিকে ডেকে বলল জিম, 'তুমি কোন প্রতিবাদ করো না কেন? একবার শুধু আমাকে অনুমতি দাও। দেখো তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য ওর অবস্থা আমি কি করি।'

মেয়েটি বলল, 'উনি যদি বুড়ো না হতেন তাহলে আমি ওঁকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম!'

এত মায়াবতী মেয়ে কাউকে খুন করার কথা চিন্তা করতে পারে ভাবতেও অবাক লাগে জিমের। এ থেকে বোঝা যায় সে তার সৎ বাপকে কি পরিমাণ ঘৃণা করে। কর্নেলিয়াসের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেল জিমেরও। বুঝতে পারল লোকটা তাকে পথের কাঁটা মনে করে পাতুজান থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চায়।

কর্নেলিয়াস প্রথম থেকেই জিমকে পছন্দ করতে পারেনি। তার বাড়া ভাতে ছাই দিতে এসেছে ছোকরা। ম্যানেজারী করবে! ওকে দেখলেই প্রতিহিংসায় ধকধক জ্বলে ওঠে কর্নেলিয়াসের চোখ। জিমকে সরিয়ে দিতে প্রথমেই সে ভয় দেখাল। বলল, 'রাজা আপনাকে পেলে কাবাব বানাবে। তার কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছেন আপনি। এটা সে কিছুতেই বরদাশ্‌ত্‌ করবে না। আপনি যদি আমাকে আশি ডলার দেন তাহলে আপনাকে নদীপথে পাতুজান থেকে নিরাপদে পার করিয়ে দেব। টাকার অঙ্কটা কিন্তু খুব বড় নয়। আপনাকে বন্ধু ভাবি বলেই এত কম টাকা দাবি করলাম।'

'না!' গর্জে উঠল জিম। 'আমি পাতুজানেই থাকব। আমি এখানে আমার দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। তুমি বললেই যাব নাকি!'

'তাহলে কিন্তু আপনি মরবেন,' ফিসফিস করল কর্নেলিয়াস।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। জিম ঠিক করেছে ডোরামিনের সঙ্গে আবার দেখা করবে। শেরিফ আলীকে যুদ্ধে পরাস্ত করার একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। বুদ্ধি মাফিক কাজ করতে পারলে শেরিফ আলীর ধ্বংস অনিবার্য, পাতুজানে তাহলে আবার শান্তির ফল্গুধারা বইবে। টের পেল জিম গ্রামবাসীদের সাহায্য করার কথা ভাবতেই কি বিশাল শক্তির উচ্ছ্বাস বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইছে ভেতরে।

ডোরামিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে জিম। কর্নেলিয়াস বিড়বিড় করতে জানতে চাইল, 'আপনি কি আর এই গরীব খানায় পা ফেলবেন না?' মাথা ঝাঁকাল জিম কিন্তু লোকটার দিকে চাইল না। লোকটা সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখে ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল ওর।

ওই দিনই জিম চলে এল তার পুরানো বন্ধুদের কাছে। সমস্ত দিন তার কাটল ডোরামিন আর ডেন ওয়ারিসের সাথে। আলোচ্য বিষয় একটাই–কি করে শেরিফ আলীকে ধ্বংস করা যায়।

পাহাড় চুড়োর দুর্ভেদ্য দুর্গে সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারে ডোরামিনকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে দেখা গেল। এটা কি আদৌ সম্ভব? জানতে চাইলেন তিনি।

'শেরিফ আলীকে পরাজিত করতেই হবে,' বলল জিম।

'বুঝলাম,' বললেন ডোরামিন। 'কিন্তু পাহাড়ের এত উঁচুতে সে থাকে যে ওকে ধরার সাধ্যও কারও নেই।'

জিমের মনে পড়ল পাতুজানে ঢোকার সময় সে খেয়াল করেছিল পাহাড় দুটো পরস্পরের খুব কাছাকাছি, একটা সরু ভূখণ্ড ওদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সে বলল, 'আমি দেখেছি হুইলের ওপর আপনার দুটো কামান আছে। আপনি যদি কামান দুটোকে আপনাদের পাহাড় চুড়োয় বসিয়ে ফায়ার করেন তাহলে শেরিফ আলীর পাহাড়ে গোলার আঘাত লাগবে। আপনাকে প্রথমেই ওর দুর্গটাকে ধ্বংস করতে হবে, ওই সময় পাহাড়ের পাদদেশে অপেক্ষমাণ আপনার লোকজন পাহাড়ে চড়তে শুরু করবে এবং শেরিফ আলীর সৈন্যদের ওপর চড়াও হবে। এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য ওরা নিশ্চয়ই প্রস্তুত থাকবে না। দুর্গ ধ্বংস হলে এমনিতেই ওদের মন ভেঙে যাবে। ওদের তখন সহজেই পরাজিত করা সম্ভব হবে।'

ঝিকিয়ে উঠল ডেন ওয়ারিসের চোখ। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল সে জিমের দিকে। ওর মন বলছে এই লোকটিকে বিশ্বাস করা যায়। এই লোকই তাদের যোগ্য নেতৃত্ব দেয়ার অধিকারী। সে বলল, 'তাহলে চলো, এখুনি একবার আমাদের পাহাড় চুড়োয় উঠি। দেখি তোমার পরিকল্পনা কতটা কাজে লাগে! এটাই আমাদের সুযোগ, বাবা, অসাধারণ সুযোগ!'

ডোরামিন শেষ পর্যন্ত একমত হলেন যে বুদ্ধিটা ভাল এবং সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

ওই রাতেই জিম কর্নেলিয়াসের বাড়িতে ফিরে এল। খুশিতে নাচছে ওর বুক। আজকের দিনটা খুব ভাল গেছে ওর। জিম জানে অচিরেই সে ডোরামিনের লোকজনদের নিয়ে শেরিফ আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে। এই যুদ্ধে শেরিফ আলীর হার অনিবার্য। আর এই অত্যাচারী লোকটার পতন হলে এমনিতেই রাজা আলাং-এর মনে প্রবল ভয় ঢুকে যাবে।

চব্বিশ

অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল জিম। আলো পড়ছে চোখে। কে যেন ঘরে ঢুকেছে।

'উঠুন! উঠুন!' রিনরিনে মিষ্টি কণ্ঠটা কানে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ও। কর্নেলিয়াসের সৎ মেয়েটা। হাতে একটা মশাল। পিস্তলটা ওর হাতে গুঁজে

দিতে দিতে মেয়েটি বলল, 'আপনি চারজন লোককে ঠেকাতে পারবেন?' মশালের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল জিমের। এবার খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই পারব। কারা ওরা?'

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলল মেয়েটি।

নীরবে ওকে অনুসরণ করল জিম। 'ওরা আপনাকে ঘুমের মধ্যে মারতে চেয়েছিল,' বলল সে।

জিমের হঠাৎ রাগ উঠে গেল মাথায়। এ পর্যন্ত বহু লোক হুমকি দিয়ে বলেছে তাকে নাকি খুন করবে। শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। 'আমি ভেবেছিলাম তোমার বুঝি আমার সাহায্য দরকার। যাকগে, এসব ফালতু কথা শোনার সময় আমার নেই। আমি ঘুমাতে গেলাম।' ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বলল জিম, চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছে, মেয়েটি ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। 'না! না! দয়া করে যাবেন না। আমার সঙ্গে আসুন।'

জিম বিরক্তি চেপে বলল, 'যদি বিপদের আশঙ্কা থাকে তাহলে তোমার এখানে থাকা উচিত নয়। তুমি চলে যাও। আমার চাকর টাম্ব ইটামকে পাঠিয়ে দাও।'

'সময় নেই, বিশ্বাস করুন। ওরা সবাই গুদাম ঘরে লুকিয়ে আছে। অপেক্ষা করছে সঙ্কেতের জন্যে।'

'কে সঙ্কেত দেবে?' জিজ্ঞেস করল জিম। অবশ্য জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল। এ কর্নেলিয়াস না হয়ে যায় না। লোকটা প্রথম থেকে তার পিছু লেগেছে। ও হয়তো শেরিফ আলীর কাছ থেকে টাকা খেয়েছে।

'আমি প্রতিদিন রাতে আপনাকে পাহারা দেই আপনি কি ভেবেছেন শুধু আজ রাতেই আমি এসেছি?'

যেন প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেলো জিম বুকে। একই সঙ্গে মমতা আর রাগের দ্বৈত অনুভূতি হলো ওর এই অসহায়, নির্যাতিতা মেয়েটির ওর প্রতি এত দরদ দেখে মুগ্ধ হলো জিম কর্নেলিয়াস তাকে আর কত ভোগাবে ভেবে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

মেয়েটি বলল, 'এখানে দাঁড়ান। আমার গলার আওয়াজ না শোনা পর্যন্ত কোথাও যাবেন না।' মশাল নিয়ে সে দৌড়ে গেল সামনের দিকে

গুদাম ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল জিম। ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ মেয়েটির গলা শুনল জিম, 'এখন! দরজা খুলুন শিগগির।' সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল জিম দরজায়। ছুটে গেল পাল্লা। লাফিয়ে অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে পড়ল জিম। মেয়েটি জানালার কাছে মশাল হাতে দাঁড়ানো। যাতে জিম সব দেখতে পায়।

জিম চালা ঘরটায় ঢুকেই দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলাল। চাপ চাপ অন্ধকার কোণে কে যেন নড়ে উঠল।

'সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়!' গর্জন ছাড়ল জিম। অন্ধকার ফুঁড়ে ভূতের মত উদয় হলো লোকটা। তার ডান হাত শূন্যে তোলা, ছুরি মারতে যাচ্ছে

জিমকে। জিম অনড় দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়। অপেক্ষা করছে। লোকটা তিন পা বাড়ল সামনে। এই সময় গুলি করল জিম। ঝাঁকি খেয়ে লোকটার মাথা হেলে গেল পেছন দিকে, হাত থেকে খসে পড়ল ছুরি। মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে। মারা গেছে।

চোখের কোণ দিয়ে আরেকজনকে লক্ষ্য করল জিম। ছুটে আসছে তার দিকে। পিস্তল তাক করল ও, সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা ফেলে দিল লোকটা।

'জান বাঁচাতে চাস?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল জিম। 'তাহলে বল তোরা এখানে ক'জন এসেছিস?'

'আরও দু'জন,' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল লোকটা। ভীত চোখে চেয়ে আছে পিস্তলের দিকে।

'জানে বাঁচতে চাইলে তোমরাও বেরিয়ে এসো,' উঁচু গলায় বলল জিম। দেখল অন্ধকার কোণটা থেকে চোরের মত বেরিয়ে এল আরও দু'জন। হাতের অস্ত্র আগেই ফেলে দিয়েছে। লোকগুলোকে গুদামঘর থেকে বের করে আনল জিম। পিস্তলটা সর্বক্ষণ ধরে থাকল হাতে। সতর্ক।

'সবাই হাত ধরাধরি করে দাঁড়াও,' আদেশ করল জিম। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল সবাই।

'যে পেছন ফিরে চাইবে সে-ই গুলি খাবে,' বলল জিম। 'হাঁটো!'

এক সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল দুস্কৃতকারীরা। জিম ওদের অনুসরণ করল। পেছনে মশাল হাতে মেয়েটি।

নদী তীরে এসে পৌঁছুল ওরা।

'থামো!' বলল জিম। তীরটা খাড়া। মশালের আলোতে চিকচিক করছে নদীর পানি।

'শেরিফ আলীকে বোলো শিগ্গিরই আমি আসছি তার মোকাবিলা করতে,' বলল জিম। 'এখন লাফ দাও!' চিৎকার করে উঠল সে।

ঝুপ ঝুপ শব্দ উঠল নদীতে, একসঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে সবাই। অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে, একটু পর ভেসে উঠল সবার মাথা। প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগল তারা। যত দ্রুত এই সর্বনেশে লোকটার কবল থেকে ভেগে পড়া যায় ততই মঙ্গল। গুলি খাওয়ার ভয় সবার মনে। কিন্তু গুলি করল না জিম। লোকগুলো চোখের আড়াল হতেই ঘুরে দাঁড়াল সে মেয়েটির দিকে। কাজল কালো আঁখিতে চোখ রাখল, চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মেয়েটি মশালটা ছুঁড়ে ফেলল নদীতে। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। ওকে জড়িয়ে ধরল জিম। ছোট্ট শরীরটা বার বার কেঁপে উঠল কান্নার দমকে। মেয়েটির প্রতি প্রবল মমতায় বুক ভরে উঠল জিমের। ওকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবে সে, প্রতিজ্ঞা করল জিম। ওকে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল। বুকের ভেতর অন্য রকম একটা কষ্ট হচ্ছে ওর। জিম জানে এই কষ্টটার নাম ভালবাসা।

পঁচিশ

শেরিফ আলীকে শিক্ষা দেয়ার সময় এসেছে। অনেক বাড় বেড়েছে লোকটার। আর বাড়তে দেয়া যায় না। চলে এল জিম ডোরামিনের কাছে। খুশি হলো জেনে ডোরামিন তাঁর সব শক্তি নিয়ে শেরিফ আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

ওই রাতেই শুরু হয়ে গেল কাজ। ডোরামিনের লোকেরা কামান দুটো বসাল পাহাড় চুড়োয়। কাঠের একটা বড় কপিকলে দড়ি বেঁধে কামান দুটো চুড়োয় তোলার পদ্ধতি ওদের শিখিয়ে দিয়েছে জিম।

সারারাত ধরে ওরা কাজ করল। একে একে দুটো কামানই ওঠানো হলো পাহাড় চুড়োয়। বড় বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। সেই আলোতে কাজ করল সবাই। জিম আর ডেন ওয়ারিস বারবার পাহাড়ে উঠল, নামল। উৎসাহ দিল নিজের লোকদের।

ডোরামিন শুধু সবকিছু বাজপাখির দৃষ্টিতে লক্ষ করতে থাকলেন। তাঁকে তাঁর লোকজন নিয়ে এসেছে এখানে। তিনি নড়তে চড়তে পারছেন না বটে, কিন্তু সমানে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছেন তাঁর লোকদের। শেরিফ আলী ওদের চিৎকার, চেঁচামেচি শুনেও তেমন গা করল না। সবগুলো পাগল হয়ে গেছে, ভাবল সে। এত রাতে ওরা এখানে কি করছে দেখার প্রয়োজনও বোধ করল না সে।

কেউ কল্পনাও করেনি পাহাড়ের ওপর কামান বসানো যাবে। এমন কি ডোরামিনের লোকরাও এটা সম্ভব বলে ভাবেনি। তবু তারা জিমের সমস্ত আদেশ পালন করল। ভোর হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল কাজ। দুটো ভয়ঙ্কর দর্শন কামান লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শেরিফ আলীর দুর্গের দিকে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আক্রমণ। শেরিফ আলীর 'দুর্ভেদ্য' দুর্গ তাসের ঘরের মত উড়ে গেল গোলার আঘাতে। কাঠের টুকরোগুলো বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। আকস্মিক হামলায় বোকা বনে গেল শত্রুপক্ষ। কি করবে ভেবে পেল না কেউ। পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি শুরু করল এদিক ওদিক।

'এখানকার কাজ শেষ,' বলল জিম ডেন ওয়ারিসকে। 'চলো, এখন তোমার লোকদের নিয়ে সামনাসামনি আক্রমণ করি।'

দুই পাহাড়ের মাঝখানের ভূখণ্ডে ডোরামিনের লোকেরা জিমের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। শেরিফ আলীর দুর্গ দখল করার উত্তেজনায় রক্ত টগবগ করছে সবার। জিম আর ডেন ওয়ারিস নির্দেশ দিতেই বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ধেয়ে গেল ওরা শেরিফ আলীর সেনা শিবিরের দিকে। শিবিরটাকে ঘিরে রেখেছে কাঠের বেড়া। বন্দুকের গুলিতে বেশির ভাগ বেড়া ভেঙে গেল। জিম কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, বাকি অংশও ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। প্রায় উড়ে এসে মাটিতে পড়ল ও। এক শত্রু হাতে বর্শা নিয়ে তেড়ে এল ওর দিকে। ডেন ওয়ারিস না দেখলে

তখনই মারা যেত সে। ডেন বাঁচাল ওকে। জিমের বিশ্বস্ত চাকর টাম্ব ইটামও মরণপণ লড়াই শুরু করেছে শত্রুপক্ষের সঙ্গে। ইতিমধ্যে ডোরামিনের লোকেরা ঢুকে পড়েছে সেনা শিবিরে। নরক ভেঙে পড়ল জায়গাটায় পরবর্তী পাঁচ মিনিট। হত্যা আর রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠল দুই পক্ষ। চিৎকার, আর্তনাদ আর গুলির শব্দে গুলজার হয়ে উঠল রণক্ষেত্র। কিন্তু জিমের সুযোগ্য নেতৃত্বে শেরিফ আলীর লোকেরা টিকতেই পারল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রণে ভঙ্গ দিল ওরা। বিজয় ছিনিয়ে আনল জিম। পাতুজান গ্রামের দিকে তাকাল। পিল পিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে ঘরবাড়ি ছেড়ে। বিজয় সংবাদ পৌঁছে গেছে তাদের কাছে। উল্লাসে ড্রাম বাজাতে শুরু করল ওরা, আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

'আমার বিজয়!' ফিসফিস করে নিজেকে শোনাল জিম। 'অবশেষে আমি আমার সাহসিকতার প্রমাণ দিতে পেরেছি।'

ছাব্বিশ

পাতুজান গ্রামের লোকদের স্ফূর্তি আর ধরে না। গোটা পাতুজান মেতে উঠেছে আনন্দোচ্ছ্বাসে। হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে গেছে জিম। গ্রামবাসীরা তাকে অলৌকিক শক্তিধর ভাবতে শুরু করেছে। তারা ওর উপাধি দিয়েছে তুয়ান জিম বা লর্ড জিম।

এদিকে রাজার অবস্থা খুবই শোচনীয়। ভয়ে আত্মা উড়ে গেছে তার। 'সাদা শয়তান'টা এবার তার বারোটা বাজাবে বুঝতে পেরেছে রাজা। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কায় রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল রাজা আলাং-এর।

কিন্তু 'সাদা শয়তান' রাজাকে তো আক্রমণ করলই না বরং প্রাণে বাঁচাল। বিজয় উল্লাসে উল্লসিত জনগণ পারে তো রাজার মুণ্ডুটা এখনই ছিঁড়ে আনে। কিন্তু লর্ড জিম ওদের বলে কয়ে নিরস্ত করল। ও বুঝতে পেরেছে শেরিফ আলীর ভাগ্যে যা ঘটেছে এরপর আর রাজা আলাং-এর সাহস হবে না পাতুজানের ওপর কোন খবরদারি করার।

জিম এখনও কর্নেলিয়াসের বাড়িতেই আছে। ভালবাসার মানুষটিকে একা এখানে রেখে যাওয়ার মত অবিবেচক সে নয়। জিম ঠিক করেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বাড়ি তৈরি করে ওটাতে উঠে যাবে দু'জনে।

জিমকে কর্নেলিয়াস এখন আগের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে। জিম তার এই বিপজ্জনক শত্রু সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনও। কিন্তু জুয়েল অর্থাৎ প্রেমিকার জন্য সে সব জেনেশুনেও এই বিষধর নাগিনের সঙ্গে বাস করছে। জুয়েল তার কাছে পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে দামী। তাই তো সে ওর নাম দিয়েছে জুয়েল।

'দুনিয়ার কোন শক্তি তোমার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না,' প্রেমিকাকে একদিন বলল লর্ড জিম।

'কিন্তু তুমি তো চলে যাবে–সবাই চলে যায়–বাইরের কোন লোক এসে

এখানে থাকে না,' বলল জুয়েল।

'আমি তাদের মত নই। আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাব না। যেতে পারব না।' বলল জিম।

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল জুয়েল।

'কারণ আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই।'

'ধ্যেৎ!' বিশ্বাস করল না জুয়েল। 'ঠাট্টা করছ?'

'না, সোনা। ঠাট্টা করছি না। সত্যি বলছি। আমার কাহিনী শুনলে তুমি আমাকে আর ভালবাসবে না।'

'ইস! ভালবাসব না। বললেই হলো! তুমি জানো তুমি আমার কি?'

'জানি। এজন্যেই তো ভয় হয় তোমাকে আবার না হারাই। আমার জীবনে কেউ কখনও চিরস্থায়ী ভাবে আসেনি, জানো?' বলতে বলতে করুণ হয়ে উঠল জিমের গলা। উদাসীন চোখ মেলে দিল দূরের আকাশে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল ওর জীবন কাহিনী। এক সময় শেষ হলো গল্প। জুয়েল ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের নরম মুঠিতে। চাপ দিল। বলল, 'শোনো, পাটনার ওই ঘটনার জন্য এখনও এত মন খারাপ করার কিছু নেই। তুমি তো লোকগুলোকে বাঁচাতেই চেয়েছ। তোমার মত সাহসী পুরুষ ক'জন আছে? অযথাই তুমি নিজেকে ছোট ভাবছ। আর তোমার জীবনে কেউ চিরস্থায়ী ভাবে আসেনি কে বলল? আমি তো আছি। আমি সারা জীবন তোমার ছায়া হয়ে থাকব, দেখো!' গভীর চোখে তাকাল জিম তার প্রেমিকার দিকে। কাজল কালো চোখ জোড়া হাসছে। কি নিষ্পাপ চাউনি! ওকে বুকে টেনে নিল জিম। সুগন্ধী চুলের অরণ্যে মুখ ডুবিয়ে গাঢ় গলায় বলতে লাগল, 'জুয়েল, আমার জুয়েল!'

একদিন কর্নেলিয়াস জিমকে ডেকে বলল, 'আমার মেয়েকে তুমি ভালবাস, জানি আমি। আমার কোন আপত্তিও তাতে নেই। কিন্তু এ জন্য আমাকে তোমার কিছু যৌতুক দিতে হবে। শত হলেও আমি ওর বাপ।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল জিম লোকটার সীমাহীন নির্লজ্জতায়। কর্নেলিয়াস বকবক করেই চলল, 'তুমি হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই নিজের দেশে চলে যাবে। ঠিক আছে আমি কথা দিচ্ছি আমার মেয়ের দেখাশোনা ঠিকমতই করব। না, না খুব বেশি কিছু চাইব না তোমার কাছে। অল্প কিছু টাকা দিলেই চলবে,' ভিখিরির মত শোনাল লোকটার গলা, 'ভদ্রলোকরা বাড়ি ফেরার সময় কিছু না কিছু বখসিস অন্তত দেয়।'

'কিন্তু আমার ক্ষেত্রে,' ঘোষণা করল জিম, 'সেই সময় কখনোই আসবে না।'

'মানে!' চিৎকার করে উঠল কর্নেলিয়াস।

'মানে খুব সোজা। আমি এই বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ছি না। আর জুয়েলকে আমি শিগ্গিরই বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'কোন্ জাহান্নাম থেকে এসেছ তুমিই জানো,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল কর্নেলিয়াস, 'আর খোদা জানেন। আর কত ভোগাবে তুমি আমাকে! ঠিক আছে দেখে নেব ! দেখে নেব আমি তোমাকে! মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাও? ও গেলে আমার আর কি থাকবে? কিচ্ছু না! কিচ্ছু না!' যেন হৃদয়

ভেঙে গেছে এই ভাবে কথাগুলো বলল কর্নেলিয়াস। জিম জানে এ সবই ওর অভিনয়। পাত্তা দিল না সে তার এই অতি নাটকীয়তাকে।

ঝট্ করে মুখ তুলল কর্নেলিয়াস। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'একেবারে মায়ের মত হয়েছে মেয়েটা। একই রকম চেহারা, একই চরিত্র। ডাইনী একটা!'

পাগলের প্রলাপ শোনার কোনঁ মানে নেই। লোকটার সামনে দাঁড়াতেও বিরক্তি লাগছে জিমের। চলে গেল সে ওখান থেকে। কর্নেলিয়াস ওকে উদ্দেশ্য করে ষাঁড়ের মত গাঁক্গাঁক্ করে চেঁচাতে লাগল, 'তুমি এখান থেকে যাবে না, না? ঠিক আছে আমিও দেখে নেব। বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল!'

সাতাশ

যুদ্ধে গো হারা হারার পর শেরিফ আলী দেশ ছেড়ে পালিয়েছে চিরতরে। রাজাও ওপরে ওপরে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। কিন্তু ভেতরে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। জিমকে আঘাত করার মত শক্তি কিংবা সাহস কোনটাই তার নেই। কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় আছে সে। সময় এলেই ছোবল দেবে। পাতুজান গ্রামে এখন রূপকথার গল্পের মত সুখ আর শান্তি। জিম ঠিক করেছে একটি বাড়ি তৈরি করবে সে জুয়েল আর তার জন্য। বিয়ের পর বৌকে নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠবে সে। নিরাপদ বাড়ির একটা ছক এঁকেও ফেলল জিম। দুর্গ আকার হবে বাড়ি, চারদিকে থাকবে পরিখা। ডোরামিন ওদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র প্রহরার আশ্বাস দিয়েছেন। পাতুজানের অধিবাসীরা গুরুতর কোন বিপদে পড়লে তাদের জন্যও জিমের এই দুর্গ বাড়ির দরজা সব সময় খোলা থাকবে। শেরিফ আলীর হাতে যারা বন্দী ছিল তাদের মুক্ত করেছিল জিম। তারা সবাই এখন জিমের অন্ধ ভক্ত। জিম এখন ওদেরকে 'নিজের লোক' বলে সম্বোধন করে। পাতুজান এদেরকেও আশ্রয় দিয়েছে। এরা এখন পাতুজানেরই একটা অংশ হয়ে উঠেছে, থাকছে জিমের দুর্গ-বাড়ির কাছে।

জুয়েল এখন জিমের ছায়া। কিন্তু কর্নেলিয়াসের চরিত্র বদলায়নি একটুও। জিমকে এখনও সে তার একমাত্র শত্রু মনে করে, সুযোগ খোঁজে ফাঁকতালে ক্ষতি করার।

স্টেন সাহেবের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইদানীং লাভের মুখ দেখছে। পাতুজানে বাণিজ্য করা এখন ঝুঁকিপূর্ণ নয় জেনে ব্যবসায়ীরা দলে দলে আসছে। ফুলে উঠছে স্টেনের ব্যবসা। স্টেন জিমের কাজে মহাখুশী। তিনি মার্লোকে চিঠি লিখলেন: 'ওকে সুযোগটা দিয়ে আমরা কাজের কাজ করেছি। খুব ভাল কাজ দেখাচ্ছে ও। হয়তো পাতুজানেই সারা জীবন থেকে যাবে জিম।'

জিম পাতুজানে আসার পর দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। স্বাভাবিক জীবন যাত্রার কোথাও বিন্দুমাত্র ছন্দপতন হলো না। রাজা জিমকে এখনও অপছন্দ করলেও চুপচাপ থাকাটাকেই সে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করছে।

জিমের প্রতি কর্নেলিয়াসের ঘৃণা আগের মতই প্রবল। কিন্তু বুড়োর দিকে কেউ এখন ফিরেও দেখে না।

একদিনের ঘটনা। জিম দূরের এক গ্রামে গেছে ব্যবসার কাজে। এক লোক এসে হাজির হলো পাতুজানে। লোকটার নাম ব্রাউন। পেশায় জলদস্যু। এ পর্যন্ত বহু জাহাজে ডাকাতি করেছে ব্রাউন, নরহত্যা তার কাছে ডালভাত। কিন্তু তারপরও কি এক অজ্ঞাত কারণে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে তার পরিচিতি 'ভদ্রলোক ব্রাউন' হিসেবে।

বহুদিন মনের সুখে সাগরে ডাকাতি করে বেরিয়েছে ব্রাউন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভাগ্যদেবী চোখ ওল্টালেন ওর ওপর থেকে। পাতুজান নদী থেকে কয়েকশো মাইল দূরে, সমুদ্র উপকূলে ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ব্রাউনের জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেল। ছোট্ট এক বন্দর থেকে একটা স্প্যানিশ জাহাজ চুরি করল ওর লোকেরা; গভীর রাতে পাল তুলল সাগরে। কিন্তু ওদের পেটে খাবার নেই, পকেটে পয়সা নেই।

সাগর উপকূল ধরে জাহাজ চালিয়ে পাতুজান নদীর মোহনায় এসে পৌঁছুল ব্রাউন। সাগরে জাহাজটাকে ফেলে রেখে ছোট এক নৌকায় ভেসে পড়ল সে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে। তারপর এসে উপস্থিত হলো পাতুজান গ্রামে।

গ্রামটির বিশাল আয়তন বিস্মিত করল ব্রাউনকে। কিন্তু কাছে পিঠে কাউকে চোখে পড়ল না। কেউ দেখে ফেলার আগেই সে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়বে, ঠিক করল ব্রাউন।

কিন্তু ব্রাউন জানে না পাতুজান নদীতে নৌকা ভাসানোর সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো সতর্ক চোখের নজরে পড়ে গেছে সে। তাদের অনাহূত আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে।

নৌকা তীরে ভিড়িয়ে মাত্র ব্রাউন নেমেছে, এই সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল ঢাক। ড্রিম ড্রিম ড্রিম ড্রিম। নদীর দুই পারে সমান ছন্দে বেজেই চলল অসংখ্য ঢাক। হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। ফাঁদে পড়েছে বোঝামাত্র ব্রাউনের লোকদের হাতের বন্দুকও গর্জে উঠল। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ।

নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লাগল ব্রাউনের। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইতে পারবে না বুঝে গেল সে কয়েক মিনিটের মধ্যে। রাগে গরগর করতে করতে পিঠটান দিল ব্রাউন তার লোকজন নিয়ে। নৌকা চালিয়ে চলে এল একটা সরু বাঁকের মুখে, নেমে পড়ল ওখানেই। নিরাপত্তার জন্য গাছ আর বাঁশ কেটে একটা দেয়াল তুলে ফেলল কয়েক ঘণ্টার অমানুষিক পরিশ্রমে।

এদিকে রাজার কাছে খবর পৌঁছে গেল। লর্ড জিমের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গ্রাম আক্রমণ করার সাহস পেল না সে। নিজের লোকজনদের নির্দেশ দিল নতুন শত্রুদের ওপর নজর রাখতে।

সেই রাতে ব্রাউনের এক ফোঁটাও ঘুম হলো না। আক্রমণের আশঙ্কায় সিঁটিয়ে থাকল সে সারাক্ষণ। কিন্তু কেউ আক্রমণ করতে এল না। যেন সবাই ধরে নিয়েছে মারা গেছে ব্রাউন।

আটাশ

জিম কাজে ব্যস্ত, এই সময় এক লোক এল তার কাছে বিশেষ খবর নিয়ে। সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন ডোরামিন। ছেলে ডেন ওয়ারিসকে নিয়ে বড্ড চিন্তিত তিনি। ডেনই প্রথম ব্রাউনকে গুলি করে। কিন্তু ডোরামিন চান না তাঁর ছেলে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। গ্রামের মোড়ল তাকে বুদ্ধি দিয়েছে জিমকে ডেকে আনতে। জিমের সঙ্গে পরামর্শ না করে নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।

সবাই মিলিত হলো জিমের দুর্গ-বাড়িতে। রাজার প্রধান সহচর কাসিমও আজ উপস্থিত।

'বাবা,' মিনতি করল ডেন, 'এখনই লোকগুলোকে আক্রমণ করা দরকার। ওগুলো সব শয়তানের চেলা।'

'না, বাছা, এখনও আক্রমণের সময় হয়নি,' বললেন ডোরামিন, 'আমাদের আরও ক'টা দিন ধৈর্য ধরতে হবে। তুমি বরং অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন নিয়ে নদী মুখে পাহারা দাও। লোকগুলো যাতে পালাতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখবে। আর গ্রামের দিকে আসতে চাইলে ঠেকাবে।'

ডোরামিন ভেবেচিন্তে এই পরিকল্পনাটি করেছেন। এতে ছেলেটাকে সরাসরি যুদ্ধ করতে হবে না, জীবনের ঝুঁকিও থাকবে না।

কাসিমের কাছ থেকে যথাসময়ে সব খবর পেয়ে গেল রাজা আলাং। খুশিতে সে বাগবাগ। জিমকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি কাসিম আর কর্নেলিয়াসকে ব্রাউনের কাছে পাঠাল শলা পরামর্শ করতে। কর্নেলিয়াস ব্রাউনের ডেরায় পৌঁছে একা আগে বাড়ল। কারণ সে-ই একমাত্র ইংরেজি বলতে পারে।

জোরে জোরে বলল কর্নেলিয়াস, 'আমি তোমার মতই একজন সাদামানুষ। বুড়ো মানুষ। অনেকদিন ধরে আছি এখানে। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

জবাব দিল ব্রাউন, 'ঠিক আছে। এসো তাহলে। কিন্তু একা আসবে।'

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ব্রাউনের সামনে এল কর্নেলিয়াস।

'এসো,' বলল ব্রাউন। 'কোন ভয় নেই।'

এই সুযোগটার অপেক্ষায় ছিল কর্নেলিয়াস বহুদিন ধরে। এমন একজনকে দরকার ছিল যে তার সমস্ত কথা শুনবে মনোযোগ দিয়ে। ব্রাউনকে সে খানিকক্ষণ জ্ঞান দান করে আসল কথা পাড়ল। বলল ব্রাউন যদি পাতুজান আক্রমণ করে তাহলে রাজা তাকে যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত।

'খাবার,' বলল ব্রাউন। 'খিদেয় মরে যাচ্ছি আমরা। এখুনি কিছু খাবার দরকার আমাদের।'

আনন্দে বগল বাজাতে ইচ্ছে করল ব্রাউনের। সে ভেবেছিল কিছু খাবার

দাবার আর টাকা পয়সা চুরি করে এই গ্রাম থেকে ভাগবে; কিন্তু এ দেখি না চাইতেই এক কাঁদি। রাজার সাহায্য পেলে সে গোটা এলাকা দখল করতে পারবে। লর্ড জিম নামের লোকটা নিজের চেষ্টায় এই গ্রামের হর্তাকর্তা হয়েছে। আমিও বা চেষ্টা না করে বোকার মত বসে আছি কেন? ভাবল ব্রাউন। লর্ড ব্রাউন হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে জেগে জেগে।

কর্নেলিয়াসকে তার আস্তানায় থাকার ব্যবস্থা করে দিল ব্রাউন। জিম সম্পর্কে অনেক কথা খুলে বলল সে ব্রাউনকে।

ব্রাউন বলল, 'খালি জিম জিম করছ! শুধু জিম কারও নাম হয় নাকি?'

কর্নেলিয়াস বলল, 'গ্রামবাসীরা ওর নাম দিয়েছে তুয়ান জিম, মানে লর্ড জিম।'

'কে সে? কোত্থেকে এসেছে?' জানতে চাইল ব্রাউন।

'সে কি ইংরেজ?'

'হ্যাঁ, ইংরেজ। কিন্তু বোকা ইংরেজ। তোমার একমাত্র কাজ হবে ওকে মেরে ফেলা। তারপর তুমি নিজেই এই এলাকার রাজা হতে পারবে। এখানকার সব কিছুর মালিক সে।'

'ওকে আমার সঙ্গে সবকিছু ভাগাভাগি করার প্রস্তাব দিলেও মন্দ হয় না,' বলল ব্রাউন।

'খবরদার ওই চিন্তা মাথায়ও এনো না। প্রথম সুযোগেই ওকে মেরে ফেলা তোমার জন্য ফরজ কাজ হবে। তারপর যা খুশি কোরো। আমি অনেকদিন ধরে এখানে আছি। তাই বন্ধু হিসেবে একটা ভাল পরামর্শ দিলাম, মনে রেখো।'

ঊনত্রিশ

পাতুজান গ্রাম থেকে কিছু দূরে, নদী তীরে সশস্ত্র আস্তানা গেড়ে বসল ডেন ওয়ারিস। সতর্ক পাহারা দিতে শুরু করল।

কাসিম আর কর্নেলিয়াসকে ব্রাউন জিমের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা বললেও আসলে ওর পরিকল্পনা অন্য রকম। জিমের সঙ্গে কথা বলবে বলে ঠিক করেছে সে। সব কিছু দু'জনে মিলে ভাগাভাগি করে ভোগ করার ইচ্ছে ওর। তারপর সময় বুঝে কোন ছুতো ধরে জিমের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে গুলি করে মেরে ফেলবে তাকে। ব্যস, তারপর সে-ই হবে পাতুজানের সর্বেসর্বা।

বুদ্ধিটা বেজায় পছন্দ হলো ব্রাউনের। আনন্দে আরেকবার বগল বাজাতে ইচ্ছে করল ওর। কাসিম আর কর্নেলিয়াসকে আচ্ছা বোকা বানানো গেছে। কাসিমটা আবার গেছে তাদের জন্য খাবার জোগাড় করতে। হাঃ হাঃ হাঃ কি মজা! একা একা এক চোট হেসে নিল ব্রাউন।

পরদিন, খুব সকালে পাতুজান গ্রাম থেকে হৈ হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে এল। চারদিকে জ্বলে উঠল মশাল, বেজে উঠল ঢাক, চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল

লোকজন।

'কি হয়েছে?' ঘুম থেকে জেগে উঠেছে ব্রাউন।

'সে এসেছে,' জবাব দিল কর্নেলিয়াস।

'কে? লর্ড জিম? তুমি ঠিক জানো?'

'অবশ্যই জানি। শুনছ না লোকজন চিৎকার করছে।'

'কিন্তু এত ঢাক ঢোলের শব্দ কেন?'

'আনন্দ করছে ওরা,' বলল কর্নেলিয়াস। 'লর্ড জিম ওদের কাছে এক মহান পুরুষ। কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি বাচ্চা ছেলেদের চেয়ে বেশি নয়। ওরা ঢোল পিটিয়ে ওকে খুশি করতে চাইছে। কারণ গ্রামবাসীদের বুদ্ধি বৃত্তিও শিশুদের মতই।'

'ওর সঙ্গে আমি কথা বলব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল ব্রাউন।

'সে নিজেই আসবে,' বলল কর্নেলিয়াস।

'মানে? এখানে চলে আসবে?'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেলিয়াস। 'হ্যাঁ। সে সোজা এখানে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তখন দেখবে কি রকম হাঁদা সে।'

'কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না ও আসবে।'

'যখন আসবে তখন নিজেই দেখবে,' বলল কর্নেলিয়াস। 'সে ভয় পায় না– কোন কিছুতেই তার ভয় নেই। সে এখানে আসবে এবং তোমাকে হুকুম করবে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে। হ্যাঁ, তখন তুমি মস্ত এক সুযোগ পাবে ওকে গুলি করার। ওকে মেরে ফেললে সবাই ভয় পেয়ে যাবে। তখন তোমার যা খুশি তাই করতে পারবে। হাঃ হা! তখন তোমারই মওকা!' উৎকট উল্লাসে প্রায় নাচতে শুরু করল কর্নেলিয়াস।

ত্রিশ

দুপুর বেলায় খবর পেল ব্রাউন একজন লোক আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে। পাতুজান গ্রাম থেকে এসেছে সে। নাম লর্ড জিম।

জিমকে প্রথম দেখায় অপছন্দ করে ফেলল ব্রাউন। কল্পনার সঙ্গে মিলছে না এই দীর্ঘদেহী যুবক। অসম্ভব উজ্জ্বল দুই চোখ, কোন মালিন্য নেই। ঝকমক করছে বুদ্ধির দীপ্তিতে। এমন লোকের সঙ্গে ভাগাভাগির প্রশ্ন ওঠানোই অবান্তর বুঝতে পেরে চুপসে গেল ব্রাউন।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'আমার নাম ব্রাউন–ক্যাপ্টেন ব্রাউন। তুমি কে?'

নিজের নাম বলার প্রয়োজন অনুভব করল না জিম। বলল, 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'সত্যি কথা জানতে চাও? খিদে। খিদের জ্বালায় এখানে এসেছি। আর তুমি?'

বিস্মিত দেখাল জিমকে। সম্ভবত এই জবাব আশা করেনি ও। মুখ লাল হয়ে গেল ওর।

প্রতিক্রিয়া দেখে খুশি হলো ব্রাউন। জিমের একটা দুর্বল জায়গা খুঁজে পেয়েছে সে। কে এই লোক? ভাবছে ব্রাউন। লোকটাকে বড়ই রহস্যময় মনে হচ্ছে। কি করছে ও এখানে বসে?

'পরস্পরকে জেরা না করে এসো বন্ধুর মত কথা বলি,' বলল ব্রাউন। 'আমার অবস্থা এখন হয়েছে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত। কিন্তু জানো তো ফাঁদে পড়া ইঁদুরও সুযোগ পেলে কামড় দিতে জানে।'

'কিন্তু ফাঁদের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি নিরাপদ। বিশেষ করে ইঁদুরটা যদি খিদেয় মরে যায়।'

'ঠিক বলেছ,' বলল ব্রাউন। 'ফালতু কথা থাক। কাজের কথা বলি। তুমিও ইংরেজ, আমিও ইংরেজ। একজন সাদা চামড়ার মানুষ হয়ে তুমি নিশ্চয়ই আমাদের অবহেলা করতে পার না। তুমি আমাদের বেরুতে দেবে না? ইংরেজ হিসেবে নিশ্চয়ই আমাদের দলে থাকবে?'

জিম বলল, 'তোমাদের আমি রক্ষা করব কেন? তোমরা নিরাপত্তা পাওয়ার উপযুক্ত নও। তোমরা এখানে এসেছ আমাদের ধনসম্পদ লুঠ করে খুন করতে।'

'আর তুমি কিসের উপযুক্ত?' জিজ্ঞেস করল ব্রাউন। 'আমরা এখানে খাবারের সন্ধানে এসেছিলাম। বদলে তোমার লোকেরা আমাদের গুলি করল। আক্রমণ করল। এখন আমরা একটা কথাই জানতে চাই: তুমি আমাদের সঙ্গে লড়বে নাকি ভালোয় ভালোয় জাহাজে ফিরে যেতে দেবে?'

'আমি তোমার সঙ্গে এখনই লড়াই করতে রাজি আছি,' বলল জিম।

'আর আমাকে গুলি করার সুযোগ করে দেই,' বলল ব্রাউন। 'উহুঁ, তা হচ্ছে না। সমস্যায় পড়ে আমার লোকজনদের বিপদের মধ্যে ফেলে একা পালিয়ে যাওয়ার বান্দা আমি নই।'

জিম মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি করে এমনটা হলো,' বলল সে, 'এই যে তোমাদের টাকা পয়সা নেই, খাবার নেই?'

'সে কথা শুনে তুমি কি করবে?' চিৎকার করে উঠল ব্রাউন। 'আমাদের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী জেনে তোমার কোন লাভ নেই। হয় আমাদের মেরে ফেলো কিংবা এখান থেকে বেরুতে দাও। পরে বাঁচলে বাঁচব নয়তো মরব।'

'তোমরা আমার কয়েকজন লোককে মেরে ফেলেছ,' অভিযোগ করল জিম।

'কিন্তু ওরাই আমাদের আগে আক্রমণ করেছিল,' বলল ব্রাউন। 'আমরা ভদ্রলোকের মত নৌকা বেয়ে আসছিলাম, হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ওরা দুম্ দুম্ গুলি চালাতে লাগল আমাদের ওপর। তখন বাধ্য হয়ে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হয়েছে।'

জিম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কিছু বলল না। ওর চোখ জ্বলছে রাগে। কিন্তু রাগ ছাপিয়েও আরেকটা অনুভূতি চোখ এড়াল না ব্রাউনের। ব্রাউন বুঝল তার কথা লোকটার মর্মমূলে আঘাত করেছে। তাদের প্রতি কি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে জিম? ভাবল সে। মরিয়া হয়ে শেষ প্রচেষ্টা চালাল সে। বলল, 'তোমার

জীবনে কি লজ্জা পাওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটেনি? একেবারেই ঘটেনি?'

জিম মনে করতে না চাইলেও ব্রাউনের কথায় মনে পড়ে গেল ওর পাটনার স্মৃতি। উহ্, এই লোকটা দেখি তাকে পাগল করে ছাড়বে। এর কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

'তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেবে চুপচাপ পাতুজান ছেড়ে চলে যাবে?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল ব্রাউন। প্রতিশ্রুতি দেবে। বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাবে এরচে' বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে?

'এবং,' বলল জিম, 'তোমার বন্দুকগুলো এখানে রেখে যাবে?'

'না। তা পারব না। আমাদের লাশের হাত থেকে তুমি বড় জোর বন্দুক কেড়ে নিতে পারবে। তোমার কি ধারণা আমি পাগল হয়ে গেছি? টাকা আয়ের এটাই একমাত্র পথ। এগুলো বিক্রি করলে আমি টাকা পাব।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমাকে যেতে দেব। কিন্তু আবার যদি দেখি আমার লোকদের বিরুদ্ধে বন্দুক উঁচিয়েছ তাহলে কিন্তু একটাকেও জ্যান্ত ছাড়ব না। হয় সুবোধ ছেলের মত চলে যাবে নয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে।' বলে আর দাঁড়াল না জিম, চলে গেল।

কর্নেলিয়াস ছুটে এল ব্রাউনের কাছে, 'ওকে হত্যা করলে না কেন?'

'কারণ আমি ওটার চেয়েও ভাল জিনিস করতে পারব,' বলল ব্রাউন।

একত্রিশ

জিম সোজা ডোরামিনের কাছে চলে এল। সব খুলে বলার পর মন্তব্য করল, 'আমার মনে হয় লোকগুলোকে চলে যেতে দেয়াই ভাল। আর যুদ্ধ নয়। এটা আমাদের লোকদের জন্য ভাল হবে। ব্রাউন আমাকে কথা দিয়েছে সে কোন ঝামেলা ছাড়াই চলে যাবে।'

'তোমার এই ব্রাউন নামের লোকটাকে আমার একটুও বিশ্বাস হয় না,' বললেন ডোরামিন। 'খালি হাতে চলে যাওয়ার লোক সে নয়।'

কিন্তু জিম ডোরামিনকে বোঝাতে চাইল, "ওরা যদি নিজ থেকে চলে যেতে চায় যাক না। আপনি তো সব সময় আমার ওপর আস্থা রেখেছেন–বিশ্বাস করুন–আমি ঠিক বলছি।'

জিম চাইল ডোরামিনের দিকে, কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না।

'তাহলে,' হাল ছেড়ে দিল জিম। 'আপনার ছেলে ডেনকে ডাকুন। যদি আপনার যুদ্ধ করার এত শখ হয়, করুন। আমি এসবের ধারেকাছেও আর নেই।'

জিমের চাকর টাম্ব ইটাম এতক্ষণ প্রভুর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। তার প্রভু যুদ্ধ করতে রাজি নন শুনে ভয়ানক অবাক হলো সে। 'ব্রাউনের মত লোককে মানুষ বিশ্বাস করে কি করে?' বিড়বিড় করে বলল সে।

শেষ পর্যন্ত ডোরামিন জিমের জেদের কাছে হার মানলেন। যুদ্ধ করবেন না তিনি ব্রাউনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ব্যাপারটা জুয়েলের মোটেও মনঃপূত হলো না। কোথাও মস্ত একটা ভজকট হয়ে যাচ্ছে ওর মন বলল। জিম বিরাট একটা ভুল পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে ওর কোন সন্দেহ নেই।

'লোকগুলো তো খারাপ,' বলল জুয়েল, 'তারপরও তুমি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও না কেন?'

মাথা নাড়ল জিম। 'মানুষ খুব খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ে মাঝেমাঝে খারাপ কাজ করতে বাধ্য হয়। আমি ওদের ব্যাপারে আশাবাদী।'

ব্রাউন এখন মুক্ত। জিম টাম্ব ইটামকে ডেন ওয়ারিসের কাছে পাঠাবে। টাম্ব গিয়ে জানাবে ব্রাউনদের যেন নদীপথে থামানো না হয়।

টাম্ব ইটাম বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে এমন কিছু সঙ্গে দিন যা দেখালে ডেন ওয়ারিস বুঝবেন খবরটা সরাসরি আপনার কাছ থেকে এনেছি আমি।'

স্টেনের রূপোর আংটিটা টাম্ব ইটামকে দিল জিম। বলল, 'এটা ওকে দেখালেই ও সব বুঝে নেবে।'

জিম এরপর ব্রাউনকে খবর পাঠাল এই বলে, 'এখন তুমি মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পারো। তবে কোন ঝামেলা সৃষ্টি করবে না বলে তুমি আমাকে কথা দিয়েছ। গোটা পাতুজান ঘিরে রেখেছে আমার সশস্ত্র লোকজন। সুতরাং পাতুজান আক্রমণ করার পোকাটা যদি এখনও মাথায় থাকে তাহলে এখুনি ওটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করো।'

ব্রাউন লেখাটা পড়ল। পরক্ষণে হাসিতে বিস্ফোরিত হলো সে। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল সে চিঠিটি।

এই সময় কর্নেলিয়াস বলল, 'এত হাসাহাসির কিছু নেই। তুমি জানো না ওরা নদীর মোহনায় সশস্ত্র পাহারা বসিয়েছে।'

জিম তার সঙ্গে কোন চাতুরী করতে পারে, বিশ্বাস হলো না ব্রাউনের। কিন্তু কর্নেলিয়াস ওকে ফুসলিয়ে চলল, 'নদী থেকে বেরুবার একটা পথ আমি জানি। ডেন ওয়ারিস আর তার লোকেরা যেখানে পাহারা বসিয়েছে তার পেছনে একটা ছোট্ট নালার মত আছে। তুমি ওখান থেকে অতর্কিতে ওদের আক্রমণ করতে পারবে। তুমি নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি পাতুজান গ্রামে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে এই ডেন ওয়ারিসই তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না তোমার? তাহলে আমার সঙ্গে চলো। আমি গোপনে তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। কাকপক্ষীতেও কিছু টের পাবে না।'

বত্রিশ

ডেন ওয়ারিসের যদি কোন ক্ষতি হয় জিমকে খুন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না ডোরামিন। কারণ সে-ই ব্রাউনকে ছেড়ে দিচ্ছে। কথাটা ভাল করেই জানত

কর্নেলিয়াস। কর্নেলিয়াস বড্ড আশা করেছিল জিমকে ব্রাউন হত্যা করবে। কিন্তু তা যখন হলো না তখন ডেনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার এই সুযোগটা সে কিছুতেই হারাবে না। ব্রাউনকে সে এবার ঠিকই কাজটা করতে বাধ্য করবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারবে।

ইতিমধ্যে টাম্ব ইটাম এসে হাজির হলো ডেন ওয়ারিসের আস্তানায়।

'খবর ভাল,' বলল সে ডেনকে। 'সাদা মানুষগুলোকে প্রভু নির্বিঘ্নে নদীপথ দিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওরা কোন ঝামেলা করবে না বলে কথা দিয়েছে।'

জিমের আংটিটা দিল সে ডেনের হাতে। 'ব্রাউন চলে গেলে আজ বিকেলের মধ্যেই আমরা গ্রামে ফিরব,' বলল ডেন।

ওরা দু'জন কথা বলছে এই সময় বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে আর চিতার ক্ষিপ্রগতিতে ব্রাউন তার দলবল নিয়ে ঢুকে পড়ল ডেনের আস্তানায়।

কর্নেলিয়াসের মনের ভেতর হঠাৎ ভয় ঢুকে গেল। সে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল কিন্তু ব্রাউন জোর করে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ব্রাউন নিষ্ঠুরভাবে কর্নেলিয়াসের হাত দুটো পিছমোড়া করে তার বিশাল হাতের মুঠিতে চেপে ধরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চলছে। যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে গেছে কর্নেলিয়াসের। কিন্তু কোন শব্দ করতে পারছে না। নিজেকে অভিশাপ দিল সে কেন মরতে এই শয়তানটাকে ডেনকে আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

হামাগুড়ি দিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ থেমে গেল ব্রাউন, সঙ্কেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল অসংখ্য বন্দুক। ঝটিকা আক্রমণ চালাল ওরা ডেনের আস্তানায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ হয়ে গেল সব। ডেনের বেশিরভাগ লোক গুলি খেয়ে মারা গেল। প্রথম গুলি বর্ষণে আহত অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে, কেউ ছুটে পালাল বনের গভীরে।

প্রথম গুলির শব্দ শোনামাত্র লাফিয়ে উঠে তীর লক্ষ্য করে দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল ডেন ওয়ারিস। কিন্তু কোত্থেকে একটা গুলি এসে ওকে ফুঁড়ে দিল। মাটিতে পড়ে গেল ডেন। আর নড়ল না।

গোলাগুলি শুরু হওয়া মাত্র টাম্ব ইটাম মরার ভান করে শুয়ে পড়েছিল মাটিতে। চোখ পিট পিট করে দেখল ব্রাউনের দল যেভাবে ঝড়ের বেগে আক্রমণ করেছিল, কাজ শেষ করে তেমনি ঝড় তুলে চলে গেল।

তেত্রিশ

সব নিশ্চুপ হয়ে গেলে উঠে দাঁড়াল টাম্ব ইটাম। জীবিত বলতে একমাত্র কর্নেলিয়াসকে দেখল সে। ব্রাউন ওকে ফেলে চলে গিয়েছে। কর্নেলিয়াস নদীর দিকে দৌড়াচ্ছে নৌকার আশায়। টাম্ব ইটামকে দেখামাত্র তার মুখ সাদা হয়ে গেল। ডাইভ দিয়ে পড়ল ওর পায়ের ওপর। প্রাণ ভিক্ষা চাইছে।

তীব্র ঘৃণায় মুখ কঠোর হয়ে উঠল টাম্ব ইটামের, ঝট্ করে কোমর থেকে ছুরি বের করল ও। আমূল বসিয়ে দিল বিশ্বাসঘাতকটার বুকে। গলাকাটা মুরগীর মত বার কয়েক তড়পাল কর্নেলিয়াস। তারপর স্থির হয়ে গেল। লাশটার দিকে ফিরেও তাকাল না টাম্ব ইটাম। দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। ভয়ঙ্কর খবরটা তাকে তার প্রভুর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

পাতুজান পৌঁছে চারদিকে উৎসব উৎসব একটা ভাব লক্ষ করল টাম্ব ইটাম। কোন খুনোখুনি, রক্তারক্তি ছাড়াই লর্ড জিম ক্যাপ্টেন ব্রাউনকে তাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছেন এই খুশিতে সবাই আত্মহারা।

টাম্ব ইটাম কারও দিকে না চেয়ে দৌড়ে জিমের দুর্গ বাড়িতে ঢুকল। সবার আগে জুয়েলের সাথে দেখা হলো ওর। ফিসফিস করে বলল, 'ওরা ডেন ওয়ারিস আর তার লোকজনদের মেরে ফেলেছে!'

আর্তনাদ করে উঠল জুয়েল, 'সে কি! ওহ্, ঈশ্বর ডোরামিন আর আমাদের ছাড়বে না। কিছুতেই সে আমাদের ক্ষমা করবে না। শিগ্গির ফটক আটকাও! আর লর্ড জিমকে খবর দাও!' ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে।

টাম্ব ইটাম দৌড়ে তার প্রভুর কাছে গেল। এক নিঃশ্বাসে খুলে বলল সব কথা।

চিৎকার করে উঠল জিম, 'ওদের পিছু নিতে হবে–ধরতে হবে সবক'টা শয়তানকে। এখনই আমরা যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ব।' কিন্তু টাম্ব ইটাম পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

'কি ব্যাপার তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? সময় নষ্ট কোরো না। যাও!'

'ক্ষমা করবেন, প্রভু, কিন্তু বাইরে যাওয়াটা এই মুহূর্তে আমার জন্য একটুও নিরাপদ নয়। ওরা সবাই আপনাকে দোষ দেবে। আপনিই ওই শয়তানগুলোকে যেতে দিয়েছেন।'

বুঝল জিম। বুঝল ওর সুখের স্বপ্ন রাজ্য আবার খান খান হয়ে ভেঙে গেল। তবে এবার বুঝি সব চিরতরে গেল। সকল মানুষের বিশ্বাস সে আবার হারাল। ওর জীবনের প্রথম ভুল ছিল জাহাজ ছেড়ে চলে আসা। আর শেষ ভুলটা করল ব্রাউনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ওকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে। তার বন্ধু ডেন খুন হয়েছে। ডোরামিনের আদরের ছেলে চোখের মণি ডেন খুন হয়েছে। ডোরামিন কিছুতেই জিমকে ক্ষমা করবেন না। তিনি কাউকেই ক্ষমা করবেন না। টাম্ব ইটাম ঠিকই বলেছে এই সময় ওকে বাইরে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। ডোরামিনের লোকেরা ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

জুয়েল এই সময় ঘরে ঢুকল। দেখল দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে জিম। হতাশ।

টাম্ব ইটাম জুয়েলকে বলল, 'লোকজন জেনে গেছে ব্যাপারটা। কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? ওরা সবাই আমাদের দোষারোপ করছে। এখন লড়াই ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।'

জিম মুখ তুলে তাকাল। 'লড়াই? লড়াই কিসের জন্য?'

'আমাদের জীবন বাঁচাতে, প্রভু।'

'আমার কোন জীবনের মায়া নেই।'

'তাহলে আমাদের পালাবার চেষ্টা করতে হবে।' কিন্তু জুয়েল তাকিয়ে থাকল জিমের দিকে। 'লড়ো!' এক সময় বলল সে।

উঠে দাঁড়াল জিম। 'ফটক খোলো,' আদেশ করল সে। উঠানে, তার লোকজনের দিকে ঘুরল সে। 'সবাই তোমরা বাড়ি চলে যাও। এখানে কারও থাকার প্রয়োজন নেই।'

চৌত্রিশ

চারজন লোক ডেন ওয়ারিসের লাশ বয়ে আনল ডোরামিনের বাড়িতে। পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। বুড়ো ডোরামিন অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন প্রিয় পুত্রের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে। সামনে ঝুঁকলেন তিনি, ঠাণ্ডা, শক্ত আঙুল থেকে খুলে নিলেন রূপোর আংটিটা। আংটিটা দেখামাত্র আশেপাশের লোকজন কেউ কেঁদে উঠল, কেউ বিলাপ শুরু করল। কেউ কেউ কেঁপে উঠল ভয়ে। সবাই জানে এটা লর্ড জিমের আংটি, আর জিমের কাছ থেকেই একমাত্র জিনিসটা আসতে পারে।

একই সময় জিমের বাড়িতে ঘটে চলেছে নাটকীয় ঘটনা। জিম টাম্ব ইটামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব শেষ হয়ে গেল।'

'প্রভু!' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল টাম্ব ইটাম। বুঝতে পারেনি সে জিমের কথা।

জিম জবাব না দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। জুয়েল দৌড়ে এল ওর কাছে, 'তুমি যুদ্ধ করবে?' জানতে চাইল সে। 'আমাদের প্রাণ বাঁচাবে?'

'আর কোন যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে তুমি পালাবে?'

'পালাবারও কোন প্রয়োজন নেই।'

'তুমি কি তাহলে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ?' অভিমানী গলায় বলল জুয়েল। 'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কেন? আমি তো তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলিনি!'

'আমি দুঃখিত, জুয়েল। আমি কথা রাখতে পারলাম না।' হু হু করে কেঁদে ফেলল জুয়েল, জড়িয়ে ধরল জিমকে।

জিম অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করল। দু'হাতের চেটোয় তুলে ধরল জুয়েলের নিষ্পাপ মুখখানি। গভীর মমতা নিয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর প্রায় দৌড়ে চলে এল নদী তীরে। লাফিয়ে উঠল নৌকায়। নৌকা ছেড়ে দিল টাম্ব ইটাম।

পেছন ফিরে তাকাল না জিম। যদি ফিরত দেখত তার প্রিয়তমা হাঁটু গেড়ে বসে আছে মাটিতে, হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে

উঠছে পিঠ।

ডোরামিনের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতে জিম বলল, 'তোমাকে আর আসতে হবে না।'

ঘাটে নৌকা বাঁধল টাম্ব ইটাম। লাফিয়ে নামল জিম। দৃঢ় পায়ে এগোল ডোরামিনের বাড়ির উদ্দেশে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল টাম্ব ইটাম। তারপর তার প্রভুকে অনুসরণ করল।

সাঁঝের আঁধার নেমে আসছে। এখানে ওখানে জ্বলে উঠেছে মশাল। লোকজন পথ করে দিল জিমকে। কেউ কোন কথা বলল না। প্রত্যেকে ভয়ানক আঘাত পেয়েছে ডেন ওয়ারিসের মৃত্যুতে।

সোজা ডোরামিনের কাছে চলে এল জিম। ডোরামিন আগের মতই বসে আছেন চেয়ারে। তার হাঁটুর ওপর এক জোড়া পিস্তল।

ডোরামিন মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। জিম অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল তাঁর সামনে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মৃত বন্ধুর দিকে। এক মুহূর্ত দেখল মৃত ডেন ওয়ারিসকে, আবার ঘুরে দাঁড়াল ডোরামিনের দিকে।

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল, 'ও দোষ স্বীকার করতে এসেছে।'

'হ্যাঁ,' বলল জিম, 'আমি দোষ স্বীকার করতে এসেছি।' ডোরামিনের দিকে তাকাল সে, নরম গলায় বলল, 'একরাশ দুঃখ বুকে নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই। আপনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি তাই মাথা পেতে নেব।'

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন বুড়ো মানুষটা, তাঁর অনুচর দু'জন তাঁকে তুলে ধরল। দরদর করে পানি পড়ছে ডোরামিনের চোখ বেয়ে, ভিজিয়ে দিয়েছে গাল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হাত থেকে খসে পড়ল রূপোর আংটিটা, গড়িয়ে গিয়ে ঠেকল জিমের পায়ের কাছে।

জিম করুণ চোখে তাকাল আংটিটার দিকে। এই আংটি তার জন্য বয়ে এনেছিল খ্যাতি, ভালবাসা আর সাফল্য। আর এই আংটিই এখন তার জন্য বয়ে এনেছে অমোঘ নিয়তি।

সোজা হয়ে দাঁড়াল জিম, দৃপ্ত চোখে চাইল ডোরামিনের চোখে।

ডোরামিন তাঁর ডান হাতটা সোজা করলেন, পিস্তলের নল লক্ষ্য স্থির হলো জিমের প্রশস্ত বুকে।

জিম চারদিকে শেষবারের মত তাকাল। উপস্থিত জনতা দেখল মৃত্যু ভয় নেই এই যুবকের চেহারায়, নির্ভেজাল সাহস আর গর্বে জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ।

গর্জে উঠল পিস্তল।

***

কিশোর ক্লাসিক

লর্ড জিম

রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

পনেরো বছরের এক কিশোর জিম। দুঃসাহসী নাবিক হয়ে সাত সমুদ্দুর ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন তার বুকে। একদিন সত্যি 'পাটনা' নামের জাহাজে ভেসে পড়ল জিম। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় পাটনা যখন ডুবে গেল, নিজের প্রাণরক্ষা করল সে সবার আগে। 'কাপুরুষ' বলে ধিক্কার দিল সবাই তাকে। তীব্র মর্মবেদনায় ভুগতে থাকল জিম। কিন্তু সমস্ত বাধা আর বিপত্তি ছিন্ন করে একদিন ঠিকই নিজেকে অধিষ্ঠিত করল 'লর্ড জিম' এর আসনে।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০